পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৮ বর্ষ ॥ ৭ম সংখ্যা

১লা জমাদিউস সানী, ১৪১৭ হিঃ ॥ ৩০শে আশ্বিন, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ই অক্টোবর, ১৯৯৬ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ) : 'কুরআন মজীদ' থেকে ১
হাদীস শরীফ—হু'টি অভিশপ্ত কাজ : অনুবাদ :
: মাওলানা সালেহ আহমদ ৩
অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) : অনুবাদ :
মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক ৪
হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ : অনুবাদক :
কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) নাজির আহমদ ভুঁইয়া ৫
জুমুআর খুৎবা : অনুবাদ :
হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ১০
একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ : মাওলানা সালেহ আহমদ ১৯
চলতি হুনিয়ার হালচাল—উল্টা যাত্রা শুভ হউক : মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ২০
তারানা-ই- ওয়াক্ফে নও : শাহ্ মোস্তাফিজুর রহমান ২২
আহমদীয়া তবলীগী পকেট বুক
মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, : ভাষান্তর :
ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ২৪
নাশনাল আমীরের দফতর থেকে : আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ২৮
পত্র-পত্রিকা থেকে : ২৯
এম, টি, এ ডাইজেস্ট : সংকলন :
আবহুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক ৩০
ওসীয়্যত বিভাগ থেকে : এ. কে, রেজাউল করীম ৩৪
ছোটদের পাতা : পরিচালক :
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩৫
সংবাদ : ৪০
লণ্ডন শহরে প্রথম মসজিদ : আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৪২
আসহাবে কাহাফের পাতা : আররকীম ৪৫
সম্পাদকীয় : ৪৭

সম্পাদনা পরিষদ

মোহতারম আহমদ তৌফিক চৌধুরী—প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী —উপদেষ্টা
জনাব মকবুল আহমদ খান —সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান —সহকারী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৮-তম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

১৫ই অক্টোবর, ১৯৯৬ : ১৫ই ইখা, ১৩৭৫ হিঃ শামসী : ৩০শে আশ্বিন, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আন্‌ নিসা-৪

৩৯। এবং যাহারা লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিজ ধন-সম্পদ খরচ করে এবং তাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না (তাহারা শয়তানের সঙ্গী)। আর শয়তান যাহার সঙ্গী হয়, ফলতঃ সে মন্দ সঙ্গী হইল।

৪০। এবং তাহাদের উপর কি (বিপৎপাত) হইত যদি তাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান আনিত এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহা হইতে তাহারা খরচ করিত? এবং আল্লাহ্ তাহাদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন।

৪১। আল্লাহ্ কখনও (কাহারও প্রতি) অণু পরিমাণও (৬০৬) যুলুম করেন না এবং যদি কাহারও কোন সৎকর্ম থাকে, তিনি উহাকে বাড়াইয়া দিবেন এবং তিনি স্বীয় সন্নিধান হইতেও মহা পুরস্কার দিবেন।

৪২। অতএব, তখন (তাহাদের) কেমন অবস্থা হইবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকেও এইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব? (৬০৭)

৪৩। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং এই রসূলের অবাধ্যতা করিয়াছে তাহারা সেইদিন কামনা করিবে যে, হায়! যদি তাহাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে মিশাইয়া দেওয়া হইত; এবং তাহারা আল্লাহ্ হইতে কোন কথা (৬০৮) গোপন করিতে পারিবে না। ৬ষ্ঠ রুকূ

৬০৬। মানুষের এমন কোন কাজ নাই যাহার প্রতিফল দেওয়া হইবে না। যেখানে কুরআন এই কথা বলে যে, অবিশ্বাসীদের কাজকর্ম সব বিফল হইবে, সেখানে এই অর্থেই কথাটি বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যতকিছুই করুক না কেন, তাহারা কৃতকার্য হইবে না। তাহাদের অসদুদ্দেশ্য কখনও সফল হইবে না।

৬০৭। বিচারের দিন প্রত্যেক নবী তাঁর নবুওয়তের আওতার লোকদের সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিবেন। মু'মেন কাফের সকলের সম্বন্ধেই সাক্ষ্য নেওয়া হইবে, যদিও সাক্ষ্যের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা থাকিবে।

৬০৮। 'হাদীস' অর্থ কথা; তাজা ফল; তথ্য; ঘোষণা, সংবাদ বা সুখবর (লেইন, মুফ্‌রাদাত)।

৪৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা অচেতন (৬০৯) অবস্থায় নামাযের নিকট যাইও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা যাহা বল তাহা অনুধাবন কর, এবং অপবিত্র (৬১০) হইলেও (নামাযের নিকট যাইও না) যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করিয়া লও, ইহা ব্যতিরেকে যে, তোমরা মোসাফির অবস্থায় থাক; (৬১১) এবং যদি তোমরা পীড়িত থাক অথবা সফরে থাক (এবং অপবিত্র অবস্থায় হও) অথবা তোমাদের মধ্যে যদি কেহ শৌচাগার হইতে আসিয়া থাকে অথবা স্ত্রী-স্পর্শ করিয়া থাক (৬১২) এবং তোমরা পানি না পাও তাহা হইলে তোমরা পবিত্র মাটি গ্রহণ কর (অর্থাৎ তায়াম্মুম কর) অতঃপর (উহা দ্বারা) তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হস্তসমূহকে মুছিয়া ফেল, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

৬০৯। 'সুকারা', সাকারান-এর বহুবচন, যাহার অর্থ হইল মাতাল; রাগোম্মত্ত; ভালবাসায় বিমোহিত; ভীতি-বিহ্বল; নিদ্রাবিষ্ট; যেকোন পরিস্থিতি যাহা তাহাকে অন্যমনস্ক বা সংজ্ঞাচ্যুত করিয়াছে (লেইন)।

৬১০। "অপবিত্র হইলেও (নামাযের নিকট যাইও না)" অর্থ, যখন একজন লোক সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় না থাকে, নামায পড়া তাহার জন্য সেই অবস্থায় যেমন নিষেধ, সেইরূপ অপবিত্র অবস্থায় থাকা কালেও তাহার জন্য নামায পড়া নিষেধ, যে পর্যন্ত না সে গোসলের মাধ্যমে নিজেকে পরিষ্কৃত করে। যৌন কর্ম একপ্রকার শারীরিক অপরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি করে, যাহা গোসলের মাধ্যমে দূরীভূত করিয়া শরীর-মনের পবিত্রতা, প্রফুল্লতা ও সজীবতা নিশ্চিত করিয়া, নামায পড়িতে হয়।

৬১১। "তোমরা মোসাফির অবস্থায় থাক" এই বাক্যাংশটি দ্বারা বুঝায়: যদিও সাধারণ অবস্থায় 'অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন' হইলে, গোসলের মাধ্যমে পরিষ্কৃত হইয়া নামায পড়িতে হয়; তবে যদি কেহ ভ্রমণরত অবস্থায় 'অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন' হইয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে গোসলের পরিবর্তে সে 'তায়াম্মুম' করিয়া নামায পড়িতে পারে। 'তায়াম্মুম'করার পদ্ধতিও এই আয়াতেরই শেষ দিকে বিবৃত হইয়াছে।

৬১২। রুগ্ন, ভ্রমণরত, শৌচাগার হইতে প্রত্যাগত, স্ত্রী-স্পর্শ হইতে প্রত্যাগত—এই চারি শ্রেণীর মধ্যে, শেষোক্ত দুই শ্রেণী যখন অশুচী অবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের নিজেদেরকে অবস্থানুযায়ী ধৌত করিতে হয় বা গোসল করিতে হয়। কিন্তু পানির অভাবে বা পানির দুষ্প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে, তাহারা 'তায়াম্মুম' করিতে পারে। তবে, প্রথম দুই শ্রেণীর লোক, পানি পাওয়া-না-পাওয়ার শর্ত ব্যতিরেকেই তায়াম্মুম করিতে পারে। এই জন্যই "তোমরা পীড়িত থাক বা সফরে থাক" কথাটির পরে "অপবিত্র অবস্থায়" শব্দ দুইটি ব্যবহার করা হইয়াছে। এখানে "সফরে থাক" এবং "তোমরা মোসাফির অবস্থায় থাক" এই দুইটি বাক্যাংশই সমার্থক; অর্থাৎ 'সফরের অবস্থায় থাক'। ধূলিকে পানির স্থলবর্তী করা হইয়াছে। কারণ, পানিযেমন মানুষকে তাহার সৃষ্টির মূল উপাদানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং তাহার নগণ্য উৎপত্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে (৭৭:২১), তেমনি ধূলিও তাহাকে তাহার সৃষ্টির দ্বিতীয় নগণ্য উপাদানটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয় (৩০:২১)।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

ছু'টি অভিশপ্ত কাজ

কুরআন :

حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون
اوزارهم على ظهورهم - الا ساء ما يزرون o

অর্থাৎ এমন কি যখন সহসা তাদের উপর নির্দিষ্ট মুহূর্ত আসবে তখন তারা বলবে, হায়! আমরা এই (মুহূর্ত) সম্বন্ধে অবহেলা করেছিলাম উহার জন্যে আমাদের উপর পরিতাপ। এবং তখন তারা নিজেদের বোঝা নিজেদের পিঠের উপর বহন করবে, শোন! তারা যা বহন করবে তা অতিশয় মন্দ। (সূরা আল্ আন্আম--৩২)

হাদীস :

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا
اللاعنين قالوا وما اللاعنان قال الذى يتخلى فى طريق الناس او ظلهم -

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বললেন, ছু'টি অভিশপ্ত কাজ হতে বাঁচো। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সে অভিশপ্ত কাজ ছু'টি কি? তিনি (সাঃ) বললেন, লোক চলাচলের রাস্তায় পায়খানা করা এবং এমন ছায়াদার জায়গায় পায়খানা করা যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির ধারায় পৃথিবীর মানুষের থাকা খাওয়া ও চালচলনের উন্নতি হয়েছে। এতদ্ সত্ত্বেও মানব জীবনের বহু অধ্যায় এমন রয়েছে যেখানে আদি মানুষের আচরণ দেখা যায়। এ ধারা যে শুধু তৃতীয় বিশ্বেই পরিলক্ষিত হয় তা নয় বরং কতক বিষয়ে তো পাশ্চাত্য আদি যুগকেও হার মানায়। ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি অধ্যায়কে সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাময় করতে যায়। এ জন্যে যে, ইসলাম সর্বকালের ও সবার জন্যে গ্রহণযোগ্য ধর্ম। তাই ইসলামে মানব জীবনের খুঁটি-নাটি বিষয়েরও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্তা'লা মানুষকে ছু'টি অধিকার সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। একটি হলো হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দার হক অপরটি হলো হুকুকুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র হক। আল্লাহ্তা'লা তাঁর হকের আদায়ে ঘাটতিকে তো ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, বান্দার হক আদায়ে ঘাট্তি থাকলে তা ক্ষমা করবেন না। ইসলাম আত্মার পরিচ্ছন্নতার সাথে দৈহিক ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দিয়েছে, এমন কি রাস্তায় পড়ে থাকা একটি ছোট প্রতিবন্ধকতা সড়ানোর জন্যেও বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আমাদের সমাজে যদিও বা জ্ঞানের আলো ঘরে ঘরে পৌঁছেছে তথাপি কতকগুলি কর্ম এখনও অহরহ চোখে পড়ে যা খুবই ঘৃণ্য ও হীন, যেমন গ্রামে-গঞ্জে এমন কি শহরেও দেখা যায় যে, রাস্তাঘাটে প্রশাব ও মল ত্যাগ করে রেখেছে। আল্লাহ্র রসূল এমন কর্মকে অভিশপ্ত হবার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর যার উপর খোদার অভিশাপ পড়ে তার ছুনিয়া ও আখেরাত ছু'টিই শেষ

(অবশিষ্টাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর
অমৃতবাণী

অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক

কোন পার্থিব বিষয়ের কারণে কখনো কারোর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়

"যতক্ষণ পর্যন্ত না বক্ষঃ স্বচ্ছ হয়, দোয়া কবুল হয় না। যদি কোন পাথিব বিষয়ে কোন এক ব্যক্তির প্রতিও তোমার বক্ষেঃ বিদ্বেষ থাকে তা হলে তোমার দোয়া কবুল হতে পারে না। এই কথাটি ভালরূপে স্মরণ রাখা উচিত এবং কোন পাথিব বিষয়ের কারণে কারোর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়। দুনিয়া এবং উহার উপকরণসমূহের অস্তিত্বই বা কী যে, উহার কারণে তোমরা কারোর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে?

শেখ সাদী আলায়হের রহমত কত উত্তম একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, দুই ব্যক্তি একে অপরের প্রতি এমন কঠোর বিদ্বেষ পোষণ করতো যে, তারা এটাও পসন্দ করতো না যে, তারা দুইজন এক আকাশের নীচে বসবাস করে। খোদার কি কুদরত ও মহিমা! তাদের মধ্যে একজন মারা গেল। এতে অপর ব্যক্তি অনেক আনন্দিত হল। একদিন সে তার কবরে উপস্থিত হল ও উহা খুঁড়ে ফেল্ল। সে দেখতে পেল যে, ঐ ব্যক্তির নরম ও গলিত দেহ মাটিতে মিশ্রিত হয়ে আছে এবং পোকা উহা খেয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা দেখে দুনিয়ার পরিণামের দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো এবং এত কাঁদলো যে, কবরের মাটি ভিজে গেল। অতঃপর তার কবরটা ঠিকঠাক করে দিয়ে উহার উপর লিখিয়ে দিল ঃ مکن شادمانی بمرگ کسے — کہ دھرت پسی ازوے نماند بسے

(অর্থাৎ তুমি কারো মৃত্যুতে হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না নচেৎ তার মৃত্যুর পর আজীবন তুমি পরম অনুতাপ ও ক্রন্দন করতে করতে কালাতিপাত করবে।)

খোদার হক ও দায়-দায়িত্ব তো মানুষকে অবশ্যই পালন করা উচিত। কিন্তু বড় হক ও দায়-দায়িত্ব আত্মীয়দের ওপরে রয়েছে যা পালন করা বড়ই মুশকিল বিষয়। ছোট ছোট কথায় মানুষ মনে করে যে, সেই ব্যক্তি আমার সঙ্গে বড় কঠোর কথা বলছে। তারপর সে নিভৃতে গিয়ে সেই কুধারণাটিকে আরো বাড়াতে থাকে এবং সরিষাদানাকে পর্বত পরিমাণ বানিয়ে ফেলে এবং নিজ কুধারণা অনুযায়ী তার বিদ্বেষকে আরও বৃদ্ধি করতে থাকে। এসব বিদ্বেষ অবশ্যই অবৈধ। (মলফুযাত ৯ম খণ্ড ২১৭-২১৮ পৃঃ)

(৩য় পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

হয়ে যায়। কুরআন বলে কিয়ামতের দিন মানুষ তার হিসাব ও বোঝা নিয়ে যখন হাযির হবে তখন সে পরিতাপ করবে। কিন্তু সেই পরিতাপ বিফলে যাবে। তাই আমাদের সবার উচিত কুরআন ও হাদীসের আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া। এবং সমাজকে খোদার ক্রোধ হতে রক্ষা করা। আল্লাহ্তা'লা আমাদের তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তৌফীক দিন এবং তাঁর ক্রোধের পথ হতে দূরে রাখুন। আমীন।

হাকিকাতুল ওহী

[মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)]

অনুবাদকঃ নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

১৮৩ নং নিদর্শনঃ চুঙ্গা গ্রামের ঐ মোহাম্মদ ফযল খান সাহেবই লিখিতেছেন যে, করীম উল্লাহ সাহেব নামে এক ব্যক্তি গুজার খান এলাকার পোষ্টাল ইনস্‌পক্টর ছিলেন। ১৯০৪ সালের জুন মাসে তিনি চুঙ্গার সাব পোষ্টমাষ্টার মিয়া গোলাম নবীর গৃহে উপস্থিত হন। আমি তাহাকে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক মনে করিয়া তাহার নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাকে দেখিয়া খোদাতা'লার সম্মানিত ও পবিত্র মানুষ অর্থাৎ হুযূরের সম্পর্কে কটাক্ষপূর্ণ কথা বলিতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি হুযূরের সম্পর্কে ভয়ানক অশ্লীল ভাষায় আপত্তি উথাপন করেন এবং আমার সহিত তর্ক শুরু করিয়া দিলেন। গ্রামের অনেক লোক একত্রিত হইয়া গেল। আমি তাহার কথার ভদ্রোচিত উত্তর দিলাম। সে হুযূরের সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল এবং আমাকে বলিল, ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে তুমি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইবে ও তোমার খুব ক্ষতি হইবে এবং সকলে ইহা দেখিতে পাইবে। আমি উত্তর দিলাম যে, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী অর্থ হীন। আমার খোদা রক্ষাকর্তা। কিন্তু স্মরণ রাখিও মসীহ মাওউদ সম্পর্কে যে ব্যক্তি বেয়াদবী করে খোদা তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন। ইহা বলিয়া আমি ঐ নোংরা মজলিস হইতে বিদায় হইয়া গেলাম। কয়েক দিন পরে শুনা গেল যে, ঐ ইন্‌সপেক্টরের গৃহে সিঁদ কাটিয়া চুরি করা হইয়াছে এবং তাহার অনেক মূল্যবান জিনিস পত্র চুরি হইয়া গিয়াছে। ইহার পর গুজারখান এলাকার জনগণ তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে শুরু করিয়া দিল। অতঃপর তাহাকে একটি সীমান্তবর্তী জেলায় বদলী করা হইল।

মোহাম্মদ ফযল দাস আহমদী, গ্রাম চুঙ্গা, তহসিল গুজারখান, জিলা রাওয়ালপিণ্ডি সাক্ষী—নিজামউদ্দীন খৈয়াত, সাক্ষী—শাহলী খান, স্বহস্ত লিখিত সাক্ষী—ফযল খান, স্বহস্ত লিখিত।

১৮৪ নং নিদর্শনঃ একবার আমার স্ত্রীর সহোদর ভাই সৈয়দ মোহাম্মদ ইসমাঈল, যিনি বর্তমানে এসিষ্টেন্ট সার্জন, তিনি পাটিয়ালা হইতে চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতে লেখা ছিল যে, আমার মায়ের মৃত্যু হইয়াছে। চিঠির শেষাংশে ইহাও লেখা ছিল যে, আমার ছোট ভাই ইসহাকেরও মৃত্যু হইয়াছে। চিঠি পাওয়া মাত্রই চলিয়া যাওয়ার জন্য তাকিদ দেওয়া হইয়া

ছিল। ঘটনাক্রমে এমন সময় চিঠি আসিল যখন আমার স্ত্রী ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি ভয় করিতে ছিলাম যদি তাহাকে চিঠির বিষয়-বস্তু জানানো হয় তবে তাহার প্রাণ হানির ভয় আছে। তখন আমার মন খুব অস্থির হইয়া পড়িল। এই অস্থির অবস্থায় আমাকে খোদাতা'লার তরফ হইতে জানানো হইল যে, এই সত্যের সংবাদ সঠিক নহে। আমি এই ইলহাম মরহুম মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব, শেখ হামেদ আলী ও আরো অনেক লোককে জানাইয়া দিলাম। ইহার পর আমার কর্মচারী শেখ হামেদ আলীকে পাটিয়ালা পাঠাইলাম। তখন জানা গেল যে, ঘটনা প্রকৃতপক্ষে তদ্রূপ ছিল না। ভাবিবার বিষয় যে, খোদাতা'লার সাহায্য ব্যতীত কেহ অদৃশ্যের ব্যাপার জানিতে পারে না! খোদাতা'লা এইরূপ একটি অদৃশ্যের খবর দিলেন, যাহা চিঠির বিষয়-বস্তুকে রদ করিয়া দিল।

১৮৫নং নিদর্শন ঃ কোন কোন নিদর্শন এইরূপ হইয়া থাকে যে, ঐগুলি ঘটিতে এক মিনিটও দেরী হয় না। ঐগুলি তৎক্ষণাৎ ঘটিয়া যায়। ঐগুলির সাক্ষী কমই দেখা যায়। ইহা এই ধরনের একটি নিদর্শন। একদিন ফজরের নামাযের পর আমার উপর কাশ্‌ফী অবস্থা নামিয়া আসিল। আমি ঐ সময় এই কাশ্‌ফী অবস্থায় দেখিলাম যে, আমার ছেলে মোবারক আহমদও বাহির হইতে আসিল। আমার নিকটে একটি চাটাই পড়িয়াছিল। উহার সহিত পা পিছলাইয়া সে পড়িয়া গেল। তাহার খুব আঘাত লাগিল ও সমস্ত জামা রক্তে ভরিয়া গেল। ঐ সময় মোবারক আহমদের মা আমার পার্শ্বে দাঁড়ানো ছিলেন। তাহার নিকট আমি কাশ্‌ফ বর্ণনা করিলাম। আমি বর্ণনা শেষ করা মাত্র মোবারক আহমদ এক দিক হইতে দৌড়াইয়া আসিল। যখন সে চাটাই এর কাছে আসিল তখন চাটাই এর সহিত পা পিছলাইয়া সে পড়িয়া গেল এবং খুব আঘাত পাইল। তাহার সমস্ত জামা রক্তে ভরিয়া গেল। এক মিনিটের মধ্যেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গেল। এক নির্বোধ বলিবে যে, নিজের স্ত্রীর সাক্ষ্যের উপর কি ভরসা আছে। সে জানেনা যে, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবে নিজ ঈমানের হেফাযত করে এবং খোদাতা'লার কসম খাইয়া পুনরায় মিথ্যা বলিতে চাহে না। ইহা ছাড়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ মোজেযার সাক্ষী ছিলেন তাঁহার (সাঃ) বন্ধুগণ ও তাঁহার (সাঃ) স্ত্রীগণ। এমতাবস্থায় ঐ সকল মোজেযাও বাতিল হইয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ নিদর্শন এই সকল লোকেরাই দেখিয়া থাকেন। কেননা, সর্বদা সাথে থাকার সুযোগ এই সকল লোকেরই হইয়া থাকে। দুশমনদের কীভাবে সৌভাগ্য হইতে পারে যে, তাহারা ঐ সকল নিদর্শন দেখিবে যেগুলি একদিকে ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে বলিয়া দেওয়া হয় এবং অন্যদিকে ঐগুলি তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইয়া যায়। দুশমনদের হৃদয়ও দূরে থাকে এবং দেহও দূরে থাকে।

১৮৬নং নিদর্শন ঃ এই সময়ে প্রায় তিন বৎসর হইল যখন একদিন ভোরে আমাকে কাশ্‌ফে দেখানো হইল যে, মোবারক আহমদ ভয়ানক ভীতিগ্রস্ত হইয়া ও সম্বিত হারাইয়া

আমার কাছে দৌড়াইয়া আসিল। সে খুবই অস্থির ও সম্বিত হারাইতেছে। সে বলিল, আব্বা পানি, অর্থাৎ আমাকে পানি দাও। এই কাশ্‌ফ আমি কেবল আমার গৃহের লোকদেরকেই শুনাই নাই, বরং অনেককেই শুনাইয়া দিয়াছিলাম। কেননা, এই ঘটনা ঘটার তখনো প্রায় দুই ঘণ্টা বাকী ছিল। ইহার পর ঐ সময়েই আমি বাগানে গেলাম। তখন সকাল প্রায় আটটা। মোবারক আহমদও আমার সঙ্গে ছিল। সে কয়েকটি ছোট শিশুর সহিত বাগানের এক কোণায় খেলা করিতেছিল। তাহার বয়স তখন প্রায় চার বৎসর ছিল। ঐ সময় আমি একটি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমি দেখিলাম যে, মোবারক আহমদ জোরে জোরে আমার দিকে দৌড়াইয়া চলিয়া আসিতেছে এবং ভয়ানকরূপে সম্বিত হারাইয়া ফেলিতেছে। আমার সম্মুখে আসিয়া তাহার মুখ হইতে কেবল এই কথা বাহির হইল, আব্বা পানি। ইহার পর সে অর্দ্ধ-চৈতন্যের ন্যায় হইয়া গেল। ঐ স্থান হইতে কুপ প্রায় পঞ্চাশ কদমের দূরত্বে ছিল। আমি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। আমার পক্ষে যতখানি সম্ভব ছিল আমি দ্রুত পায়ে ও দৌড়াইয়া কুয়া পর্যন্ত পৌঁছিলাম এবং তাহার মুখে পানি ঢালিলাম। যখন তাহার হুশ আসিল এবং কিছু আরাম বোধ করিল তখন আমি তাহার নিকট হইতে এই দুর্ঘটনার কারণ জানিতে চাহিলাম। সে বলিল, কোন কোন ছেলের কথার দরুন আমি খুব পিষা লবণ শুকিয়া নাকে গ্রহণ করিলাম। ইহাতে আমার মাথায় লবণ উঠিয়া গেল এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল ও গলায় খিচুনী দেখা দিল। অতএব এইভাবে খোদা তাহাকে সুস্থ করেন ও কাশ্‌ফী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন।

১৮৭ নং নিদর্শন : আমার বড় ভাই এর নাম ছিল মির্যা গোলাম কাদের। কিছুকাল যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। অবশেষে এই অসুখে তিনি ইন্তেকাল করেন। যেদিন তাঁহার মৃত্যু নির্ধারিত ছিল ঐ দিন ভোরে আমার নিকট ইলহাম হইল—"জানাযা"। যদিও তাঁহার মৃত্যুর কোন লক্ষণই ছিল না, তথাপি আমাকে বুঝানো হইল যে, আজ তাঁহার মৃত্যু হইবে। আমি আমার বিশেষ সঙ্গী সাথীদেরকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সংবাদ দিয়া দিলাম। তাহারা আজো জীবিত আছেন। অতঃপর সন্ধ্যার নিকটবর্তী সময়ে আমার ভাই-এর মৃত্যু হইল।

এই গ্রন্থে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, ঐ গুলিকে সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে খুব কম সংখ্যক সাক্ষীর উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু খোদাতা'লার ফযলে কয়েক হাজার সাক্ষী আছে যাহাদের সম্মুখে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে এবং এইগুলি পূর্ণ হইয়াছে। বরং কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েক লক্ষ সাক্ষী আছে।

আমার ইচ্ছা ছিল এই সকল নিদর্শন তিনশত পর্যন্ত এই গ্রন্থে লিখিব। ঐ সকল নিদর্শন যেইগুলি আমার পুস্তক নযূলুল মসীহ্ ও তরিয়াকুল কুলুব, প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে সেইগুলি এবং অন্যান্য নূতন নিদর্শন এই গ্রন্থে এই পরিমাণে লিখিব যাহাতে

তিনশত নিদর্শন পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু তিন দিন হইতে আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। ১৯০৬ সালের আজ ২৯ (উনত্রিশ)শে সেপ্টেম্বর। আমি এতখানি অসুস্থ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি যে, লিখিতে অপারগ হইয়া গিয়াছি। যদি খোদা চাহেন তবে বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খণ্ডে আমি এই ৩০০ (তিনশত) নিদর্শন বা ইহার চাইতেও অধিক নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিব। অবশেষে এতটুকু লেখা জরুরী মনে করি যে, যদি এই সকল নিদর্শন দ্বারা কারো কারো মনে আশ্বস্ত না হয় এবং যাহাদের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তি থাকে, যে, ইলহাম ও ওহীর দাবী করে তবে তাহার জন্য এই দ্বিতীয় পথ খোলা আছে যে, সে আমার মোকাবেলায় তাহার ইলহাম নিজের জাতির দুইটি পত্রিকায় এক বৎসর পর্যন্ত প্রকাশ করিতে থাকিবে। অন্যদিকে আমি ঐ সকল অদৃশ্যের বিষয়, যাহা খোদাতা'লার পক্ষ হইতে আমি জানি, ঐগুলি আমি আমার জামাতের দুইটি পত্রিকায় প্রকাশ করিব। উভয় পক্ষের জন্য এই শর্ত থাকিবে যে, পত্রিকায় যে সকল ইলহাম লিপিবদ্ধ করানো হইবে ঐগুলি এইরূপ হইতে হইবে যে, তাহাদের প্রত্যেকটি অদৃশ্যের বিষয় সম্পর্কিত হইবে এবং এইরূপ অদৃশ্যের বিষয় হইবে যাহা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে। অতঃপর এক বৎসর পরে কয়েক জন বিচারকের মাধ্যমে দেখা হইবে কোন্ দিকে বিজয় ও সংখ্যাধিক্য আছে এবং কোন্ পক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই পরীক্ষার পর যদি বিরোধী পক্ষ বিজয়ী হয় এবং আমি জয়যুক্ত না হই তবে আমি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইব। নতুবা খোদাতা'লাকে ভয় করিয়া জাতির উচিত হইবে ভবিষ্যতে আমাকে মিথ্যাবাদী বলা ও অস্বীকার করা ছাড়িয়া দেওয়া এবং খোদার রসূলের মোকাবেলা করিয়া নিজেদের পরকাল নষ্ট না করা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহারা যে সকল আপত্তি উত্থাপন করে যদি ঐগুলি দ্বারা কিছু প্রমাণিত হয় তবে কেবল মাত্র ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের হৃদয় হিংসার ধূলিকণায় ও অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের চোখে হিংসা-বিদ্বেষের পর্দা পড়িয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ডেপুটি আথম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই—বার বার এই আপত্তি পেশ করা কি ঈমানদারীর আপত্তি? ইহা কি সত্য নহে যে, ১১ (এগার) বৎসরেরও অধিক সময় পার হইয়া গিয়াছে আথম মারা গিয়াছে। এখন পৃথিবীতে তাহার নাম নিশানাও নাই। তাহার তওবা করার ব্যাপারটি প্রায় সত্তর জন মানুষের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত। সে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বিতর্কের মজলিসেই দাজ্জাল বলা হইতে তওবা করিল। ইহার পর সে পনর মাস যাবৎ কাঁদিতে থাকিল। এই ভবিষ্যদ্বাণী শর্তযুক্ত ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীতে এই কথা ছিল, "যদি সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে"। সে ক্ষেত্রে সে প্রত্যাবর্তন করিল এবং ঐ সকল সাক্ষীর সম্মুখে প্রত্যাবর্তন করিল যাহাদের মধ্যে এখনো অনেকে জীবিত আছে, সেক্ষেত্রে এখনো আপত্তি উত্থাপন করা হইতে বিরত না হওয়া কি পবিত্র স্বভাবের লক্ষণ?

অনুরূপভাবে তাহারা হিংসা ও জাহেলিয়তের দরুন এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয় নাই। তাহাদের সত্যবাদিতার অবস্থা এই যে, আপত্তি উত্থাপনের সময় তাহারা আহমদ বেগের নামও নেয় না যে, তাহার কী দুরবস্থা হইয়াছিল। কেবল মিথ্যাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারা ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ গোপন করিয়া অন্য অংশটি উপস্থাপন করিয়া থাকে। তাহারা জানিয়া বুঝিয়া লোকদিগকে ধোঁকা দিয়া থাকে, প্রকৃত ব্যাপারটি এই যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর দুইটি শাখা ছিল। একটি শাখা আহমদ বেগ সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে। অতএব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদ বেগ মেয়াদের মধ্যেই মারা গেল। তাহার মৃত্যুর দরুন তাহার উত্তরাধিকারীদের হৃদয় খুবই ব্যথা ভারাক্রান্ত হইল। তাহাদের হৃদয় ভীতিতে ভরিয়া গেল। ইহাতো মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার যে, যখন দুই ব্যক্তি একই বিপদে (যাহা অবতীর্ণ হইতে যাইতেছে) বিপদাপন্ন এবং তাহাদের মধ্যে একজন এই বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার দরুন মরিয়া যায় তবে যে ব্যক্তি এখনো জীবিত আছে সে ও তাহার উত্তরাধিকারীরা ভয়ঙ্কর ভীত ও আতঙ্কগ্রস্থ হইয়া পড়ে। আথমের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন শর্তযুক্ত ছিল এই ভবিষ্যদ্বাণীটিও তেমনি শর্তযুক্ত ছিল। * তাই আহমদ বেগের মৃত্যুতে যখন তাহারা ভয়ংকর ভীত ও আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িল, দোয়া করিল, সদকা ও দান-খয়রাতও করিল এবং কাহারো কাহারো আকুতি-মিনতিপূর্ণ চিঠি আমার নিকট আসিল যাহা এখনো মজুদ আছে, তখন খোদাতা'লা স্বীয় শর্ত পূর্ণ করার জন্য এই ভবিষ্যদ্বাণীতেও দেরী করিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়তো এই যে, এই সকল লোক যাহারা আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে যেখানে সেখানে হৈ চৈ করিয়া থাকে এবং শত শত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় ইহার আলোচনা করিয়া থাকে, তাহারা কখনো একবারও ভদ্রতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীটি আলোচনা করে না এবং কখনো কোন পত্রিকায় এই কথা লেখে না যে, ভবিষ্যদ্বাণীটির দুইটি শাখা ছিল। ইহাদের একটি শাখা মেয়াদের মধ্যে পূর্ণ হইয়াছে, অর্থাৎ আহমদ বেগের মৃত্যু। কিন্তু তাহারা সর্বদা, সর্বত্র, সব সুযোগ, সকল মজলিসে এবং সকল পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় আহমদ বেগের জামাতার বিষয়টি লইয়া তোলপাড় করে। যে মরিয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ে কথা বলে না। এই ভদ্রতা ও সত্যবাদিতা এই যুগের মৌলবীদের অংশেই বরাদ্দ করা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

---

* টীকা : এই ভবিষ্যদ্বাণীতে শর্তযুক্ত ইলহাম, যাহা ঐ যুগেই ছাপিয়া প্রকাশ করা হয়, এই ছিল : ايتها المرأة توبى توبى فان البلاء على عقبك অর্থাৎ হে স্ত্রীলোক, তওবা কর, তওবা কর। কেননা, তোমার মেয়ে ও মেয়ের মেয়ের উপর বিপদ অবতীর্ণ হইতে যাইতেছে। অতএব তাহার মেয়ের উপরতো বিপদ অবতীর্ণ হইল যে, তাহার স্বামী মির্যা আহমদ বেগ মরিয়া গেল। কিন্তু আহমদ বেগের মৃত্যুর পর ভীতি দোয়া, সদকা ও দান খয়রাতের দরুন মেয়ের মেয়েকে এই বিপদ হইতে ঐ সময় পর্যন্ত বাঁচানো হইল, যাহা খোদাতা'লার জ্ঞানে আছে।

জুম্‌আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(সারসংক্ষেপ)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

১৪ই জুন, ১৯৯৬ইং, মসজিদে ফযল—

আমাদেরকে জগদ্ব্যাপী ইসলামী ইতায়াতের দৃষ্টান্ত ও নমুনা দেখাতে হবে এবং ইসলামী ইতায়াত আহরণ ও আদায় করার রীতি-নীতি হযরত মুহাম্মদ-রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সকলকে জানাতে হবে।

তাশাহ্‌হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ বিগত খোৎবাগুলোতে জার্মানী সফরকালীন এবং তারপরেও আমি জামাতকে ইমারতের সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং জামাতকে নসিহত করেছি যে, নিজেদের ইতায়াতের মধ্যে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার রঙ সৃষ্টি করুন। কেননা, ইহাই সত্যিকার ও যথার্থ ইতায়াত ও আনুগত্য, যা মানুষকে পরীক্ষার আশংকা থেকে রক্ষা করে। যদি কেবল মেকানিকাল (যান্ত্রিক) ইতায়াত হয় তাহলে ওরূপ ইতায়াত অনেক সময় হোঁচট খাওয়ার ক্ষেত্রে আশংকা দূরীকরণে সাহায্য করতে পারে না বা কাজে আসে না। মামুলি ওজরের ভিত্তিতেই মানুষ তার ইতায়াত ও আনুগত্যের সম্পর্ককে ছিন্ন ক'রে আত্মম্ভরিতা ও বিদ্রোহপ্রবণ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যেখানে মহব্বত ও আদবের সম্পর্ক থাকে, উক্ত উভয় সম্পর্কই ইতায়াতকে হিফাযত করে এবং তাদের ভেতর একটা আত্মোৎসর্গের চেতনা সৃষ্টি করে দেয়। এজন্যই তরবীয়তের ক্ষেত্রে মায়ের যে মাকাম ও অবস্থান, তা অন্য কোন সম্পর্কের সাথে নেই। কেননা, মায়ের কড়াকড়িগুলিকেও সন্তানরা সচরাচর কোন প্রতিক্রিয়া ব্যতিরেকে সয়ে নেয়, গ্রহণ করে। আর যেখানে প্রতিক্রিয়া দেখায়, সেখানে মায়ের কোন দোষ বা ত্রুটি (কারণ) হয়ে থাকে। যে মা স্বাভাবিক দাবী ও চাহিদাগুলোকে পুরণ (ও পালন) করে—সন্তানদের সাথে প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রেখে তাদের ইসলাহ্ ও সংশোধনে যত্নবান থাকে, সেই মায়ের শিশু সন্তানরা তার কঠোরতার সময়ে কষ্ট অনুভব করলেও বিদ্রোহ করবে না।

অতএব, যেখানে আমি জামাতকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, সেখানে এখন আমি আমীরগণকে নসিহত করতে চাই বরং জামাতের প্রত্যেক ওহ্‌দাদারকে (—কর্মকর্তাকে) যে,

যদি তাকে খেদমত গ্রহণ করতে হয় এবং ইতায়াতের উন্নত ও উত্তম আদর্শ ও নমুনাসমূহ দেখতে হয় তাহলে স্বয়ং তার জন্য আবশ্যকীয় যে. প্রথমতঃ নিজে ইতায়াতের আদর্শ ও নমুনা হন অর্থাৎ তারা নিজেদের উর্ধ্বতনদের দিকে দৃষ্টি রেখে উত্তম ইতায়াতের নমুনা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। দ্বিতীয়তঃ ইতায়াত সম্পর্কে যেখানে আমরা যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলে দেই যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইতায়াতের অধীনে তার সকল (স্তরের) প্রতিনিধিগণেরও ইতায়াতের পদবীগত অধিকার রয়েছে, সেখানে এই বিষয়টিও বুঝিয়ে বলা আবশ্যকীয় যে, ইতায়াতের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চ অধিকার হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য অবধারিত এবং তাঁরই মহান সত্তার সূত্রে আবার তাঁর প্রতিনিধিগণকে এই অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে ইহাও বলা হয়েছে যে, তিনি (সাঃ) যদি বিনম্র-সদয়চিত্ত এবং রউফ ও রহীম না হতেন তাহলে ওরা সবাই তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেতো (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬০)। হুযূর বলেন, যাকে আমীর নিযুক্ত করা হয় এবং বিশেষতঃ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে করা হয়, তার উপর বেশ কিছু দায়িত্বও ন্যস্ত হয়। ইহা ঠিক নয় যে, তার কাজ কেবল ইতায়াত গ্রহণ করা। যেন এ ছাড়া আর কিছুই না। এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ। বস্তুতঃপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে আমীর করা হয়, যাকে তাঁর গণ্ডির ভেতর ক্ষমতা প্রয়োগ ও আদেশ দানের অধিকার দেয়া হয়, তাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হয় যে, যে-সব লোকের উপর তিনি আদেশ দাতা, তাদের হৃদয় জয় করার লক্ষ্যে অবধারিতভাবে তাকে মেহনত-পরিশ্রম করতে হবে। যে-ব্যক্তি আমীর হয়ে এ তত্ত্বটিকে উপেক্ষা করেন তিনি একাধারে বোকাও এবং তার ভেতর এক ধরনের অহঙ্কারও আছে বলে প্রতীয়মান হবে। অতএব, কোনও ইমারতের পদবীতে সমাসীন হওয়া যেমন কোন মামুলি ব্যাপার নয়, তেমনি এর বহুবিধ দাবী ও চাহিদাও পুরণ করতে হবে। হুযূর বলেন, যাকে আমীর নিযুক্ত করা হয়, তাকে তাঁর অধীনস্থদের মধ্যে "সাম্‌আন ওয়া ত্বায়াতান" অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের 'রূহ্' বা প্রেরণ সৃষ্টি করার জন্য নিজের জান-প্রাণ খাটাতে হবে, কোরবান করতে হবে।

হুযূর বলেন যে, একজন আমীর (তথা জামাতি নেযামে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা) যিনি তাঁর দয়া-মায়া ও স্নেহ-ভালোবাসার দাবী ও চাহিদাসমূহ পুরণ করেন না, সহনশীলতা ও আত্মসংযমসুলভ সাহসিকতার উন্মেষ ঘটান না এবং এই চিন্তায় মগ্ন থাকেন না যে, সম্ভাব্য প্রত্যেক উপায়ে তারা (অধীনস্থগণ) যাতে তার সঙ্গে মহব্বত ও ইহ্‌সান বা সদ্ব্যবহারের বন্ধনে আবদ্ধ হন, সেই আমীর (বা কর্মকর্তা) তার জামাতের মধ্যে ইহ্‌সানসুলভ (সুন্দর) নমুনা ও দৃষ্টান্তসমূহ দেখতে পাবেন না। হুযূর বলেন, এদিক থেকে মানোপযোগী দৃষ্টান্তমূলক পরিবেশ-পরিমণ্ডল ওটাই, যেখানে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নমুনা ও দৃষ্টান্তসমূহকে অনুসরণ ও অনুশীলন করা হতে থাকে।

হুযূর বলেন যে, একজন আমীর (তথা জামাতি নেযামে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা) যিনি তাঁর দয়া-মায়া ও স্নেহ-ভালোবাসার দাবী ও চাহিদাসমূহ পুরণ করেন না, সহনশীলতা ও আত্মসংযমসুলভ সহযোগিতার উন্মেষ ঘটান না এবং এই চিন্তায় মগ্ন থাকেন না যে, সম্ভাব্য প্রত্যেক উপায়ে তারা (অধীনস্থগণ) যাতে তার সঙ্গে মহব্বত ও ইহ্সান বা সদ্ব্যবহারের বন্ধনে আবদ্ধ হন, সেই আমীর (বা কর্মকর্তা) তার জামাতের মধ্যে ইহ্সানসুলভ (সুন্দর) নমুনা ও দৃষ্টান্তসমূহ দেখতে ও দেখাতে পারেন না। হুযূর বলেন, এ দিক থেকে মানোপযোগী দৃষ্টান্তমূলক পরিবেশ-পরিমণ্ডল ওটাই, যেখানে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নমুনা ও দৃষ্টান্তসমূহকে অনুসরণ ও অনুশীলন করা হতে থাকে।

হুযূর (আইঃ) বলেন, তাঁর অনুসারী-বৃন্দের ব্যাপারে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এতো খেয়াল ছিল যে, কোন শিশু সন্তানের কান্নার শব্দ তাঁকে নামায খাটো করে দিতে প্রণোদিত ও বাধ্য করতো এই ভেবে যে, সে শিশুর বেদনাত্মক চীৎকারে তার মায়ের অন্তরে কে জানে কি তোলপাড় হচ্ছে! হুযূর বলেন, যে-ব্যক্তি অন্যদের চে' তাদের (অনুসারীবৃন্দের) দুঃখ-কষ্টের দিকে অধিকতর খেয়াল রাখেন, তার উপর ন্যায়সঙ্গত (অভিযোগমূলক) হামলা হতেই পারে না এই বলে যে, তিনি তাদের প্রতি অবজ্ঞা করেছেন, যে-জন্য তাদের অমুক অমুক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অন্যান্যদের প্রয়োজনের উপর নিজের (ব্যক্তিগত) প্রয়োজনগুলোকে কুরবান করে দিতেন। আমাদের উপর অপরিহার্যতা বর্তায়, আমরা যেন তাঁর পায়রবি ও আনুগত্য করি।

হুযূর (আইঃ) দৈনন্দিন ঘটমান বিভিন্ন ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমীর (বা কর্মকর্তা) এর মাকাম, তার করণীয় কর্তব্য এবং নৈতিক দায়িত্বাবলীর সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, তাঁর পক্ষে অপরিহার্য যে, তিনি যেন হন সকলের জন্য সমান, এবং গুটি কয়েক ব্যক্তিকে নিজের উপর দখল জমাতে না দেন। হুযূর বলেন, যে সকল লোক জামা'তের মধ্যে (আমীরের) মোসাহেব বনে অবস্থান করে, তারা সমগ্র জামা'তের তাকওয়ার শৃংখলকে বরবাদ ও ধ্বংস করে। কোন আমীরকে শোভা পায় না যে, কয়েকজন লোকের হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে পড়েন অথবা কয়েকজনের ঘেরার মধ্যে তাঁকে এরূপ দেখা যায় যে, কেবল তাদের কথাই শোনেন বলে মানুষের মনে ধারণা জন্মায়। আমীরের অবশ্য কর্তব্য, ওরূপ ধারণা বা প্রতিক্রিয়াতে যদি এতটুকুও বৈধতা বা সত্যতা থাকে, তাহলে সেগুলোকে যেন নিজ থেকে অপসারিত করার চেষ্টা করেন। আর সেগুলোতে যদি বৈধতা বা সত্যতা না থাকে, তাহলে তাঁর কর্তব্য, সেগুলোকে উপেক্ষা করে আত্মতৃপ্ত থাকা। হুযূর (আইঃ) অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়-বস্তুটি আগামী খোৎবায়ও অব্যাহত রাখার কথাই ইরশাদ করেন এবং বলেন যে, আমার আকাংখা এই যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যেন ঐ সব উচ্চাঙ্গীণ চারিত্রিক মূল্যবোধ-

সমূহের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইহা জামাতী নেযামের হিফাযতের জন্য অত্যা-অবশ্যকীয়। (সাপ্তাহিক 'বদর'—কাদিয়ান ১৮ই জুলাই, ১৯৯৬)

... ... * ... ...

২১শে জুন, ১৯৯৬ইং টরেন্টো। (কানাডা)—

হুযূর (আইঃ) তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর সূরা আল্-শোয়ারা এর ২১৪—২২১তম আয়াত তেলাওয়াত করেন। তারপর, উক্ত আয়াতের বিষয়-বস্তু বর্ণনা করার পূর্বে ঘোষণা করেন যে, আজ খোদাতা'লার ফযলে কানাডা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তাদের ২০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠানের তওফীক লাভ করছে। খোদাতা'লার ফযলে এযাবৎ যতগুলি-ই জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে ওগুলোর প্রত্যেকটিতেই জামাত প্রতি বছর বিভিন্ন দিক দিয়ে ক্রমাগত অগ্রসরমান হয়ে চলেছে। হুযূর বলেন, এ বছরের জলসা অভিনব এরূপ এক সুসংবাদও বয়ে এনেছে, যা কেবল কানাডার জামা'তের সাথেই সম্পর্কযুক্ত না, বরং বিশেষভাবে ইংল্যাণ্ড জামাতের সাথেও এবং সাধারণভাবে জগদ্ব্যাপী বিস্তৃত জামা'তসমূহের সাথেও সম্পৃক্ত। বিগত এক সময়ে আমি জামাতের কাছে ব্যক্ত করেছিলাম যে, ইনশাআল্লাহ ঐ সময়ও আসবে, যখন আমরা (এম-টি-এ-এর মাধ্যমে) উভয় দিক থেকে শ্রোতা-দর্শকগণ পরস্পর একে অনাকে দেখতে এবং শুনতে পাবেন। আজকের এ মোবারক জুমুআ থেকে উহার সূচনা হলো। এখন ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রে উপবিষ্ট আহ্মদীগণ আমাদেরকে দেখছেন এবং তাঁদের ছবি এখানে কেনাডায় পৌঁছুচ্ছে।

ঐ সময় হুযূরের নির্দেশে কানাডায় টিভি-এর পর্দায় ইংল্যাণ্ডের দর্শকদেরকে যখন দেখান হল তখন হুযূর (আইঃ) উপস্থিতবৃন্দের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা একদিক দিয়ে তো (এমটি-এর মাধ্যমে) বার বার পুরা হয়ে আসছে। এখন ইহা এক নূতন আঙ্গিকে পূর্ণ হচ্ছে। হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (রহঃ), যিনি ছিলেন (ইসলামের প্রাথমিক কালের) অনেক উচ্চ পর্যায়ের অন্যতম ইমাম এবং 'আরিফ বিল্লাহ্" বলে গেছেন যে, "আমাদের ইমামুল-কায়েম অর্থাৎ ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মুহম্মদী মসীহর যুগে পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী মুমেনগণ পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী তাদের ভ্রাতাদেরকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তেমনি পশ্চিমের মুমেনগণ তাদের দেখতে পাবে।" দু'দিক থেকে পরস্পরকে দেখার যদ্দুর সম্পর্ক, হুবহু সেভাবেই পরস্পর একে অন্যকে দেখছেন। কিন্তু উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটিতে আওয়াজের উল্লেখ ছিল না এই বলে যে, তারা একে অন্যের কথাও শুনতে পারবেন। হুযূর বলেন যে, এখন এটা হচ্ছে সূচনা; সামনে ইনশাআল্লাহ্ এমন দিনও আসবে, যখন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকল জামাত টিভি-এর

উন্নততর ব্যবস্থাবলীর মাধ্যমে পরস্পর একে অন্যকে দেখতেও পাবে। ঐ সময় এরূপ এক বিশ্বব্যাপী (Global) জলসা অনুষ্ঠিত হবে, দুনিয়াতে যার কোন নজির পেশ করা যাবে না, হুযূর বলেন, এ মুহূর্তেও আল্লাহ্‌তা'লার কৃপাসমূহ এতো গণনাতীত এবং এতো অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে যে, বৃষ্টি-কণার ন্যায় সেগুলো গণনার বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। হুযূর বলেন যে, তাঁর ফযল ও করমের যত বারিধারাই আমাদের উপর বর্ষিত হোক, আমাদের অবশ্য-কর্তব্য হচ্ছে প্রতিটি ঐশী-কৃপা-বিন্দুকে নিজেদের অন্তঃকরণের জবানে ধারণ করা এবং হামদের গীত গাইতে থাকা। হুযূর বলেন, সেই সাথে আমল ও কর্মধারায় শোকর-গোযারীর বহিঃ-প্রকাশের যদ্দুর সম্পর্ক, তা এক পৃথক বিষয়-বস্তু। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে-সব পবিত্র নমুনা ও দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে পেশ করে গেছেন সেগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাঁর পদাঙ্কসমূহ চুম্বন করতে করতে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

অতঃপর হুযূর (আইঃ) বিগত খোৎবার বিষয়-বস্তুর প্রসঙ্গ টেনে বলেন যে, ইতায়াতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আদেশই যথেষ্ট নয়, বরং এর জন্য জরুরী হয়ে থাকে হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক। আহমদীয়া জামাতের জন্য অপরিহার্য যে, আদেশ দানের ক্ষমতায় নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তার অধীনস্থদের সাথে স্নেহ-মমত্ব ও রহমতসুলভ আচরণ করেন। এবং যেভাবে অধীনস্থগণ কর্তৃক ইতায়াত করার ক্ষেত্রে তার (—আদেশদাতার) ব্যক্তিগত সত্তা লক্ষীভূত থাকে না, বরং আল্লাহ্‌র খতিরে ইতায়াত করা হয়, সেভাবেই আদেশ দানের প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য যে, তিনি যেন তার অধীনস্থদের সকলের সাথে সমানভাবে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেন।

হুযূর (আইঃ) খোৎবার প্রারম্ভে তেলাওয়াতকৃত আয়াতের সূত্রে বলেন যে, প্রত্যেক বিষয় তৌহীদের পথ ধরেই পরিচালিত হয়। প্রত্যেক সম্মান, উচ্চ মর্যাদা ও পুরস্কারের উৎসমূল হচ্ছে তৌহীদ এবং প্রত্যেক বিনয় ও নম্রতার প্রস্রবণও তৌহীদই। হুযূর বলেন, যে প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যার সামনে (আনুগত্যে) আপনারা বিনত হন যদিও তার একটা সত্তা আপনাদের কাছে পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু আপনাদের জন্য হেদায়াত এই যে, ঐ সত্তা বা অস্তিত্বটিকে দৃষ্টিধারা থেকে সরিয়ে দিন। কেননা, আপনাদের প্রত্যেক বিনয় ও আত্ম-বিলীনতা কেবল খোদাতা'লার জন্য হওয়া উচিত। হুযূর বলেন যে, নত হওয়া আরেক ধরনেরও হয়ে থাকে—আর তা হচ্ছে নিজের অনুসারী ও আনুগত্যের প্রতি বিনত হওয়া। ইহারও উল্লেখ করা হয়েছে এই বলে যে, "ওয়াখফিয জানাহাক। লিমানেত্তাবায়াকা মিনাল মুমেনীন" —অর্থাৎ হে সেই ব্যক্তি, যে আমার সমীপে বিনত রয়েছে! তুমি তাদের প্রতিও বিনত হও, যারা তোমার কাছে বিনত হচ্ছে এবং তুমি তোমার স্নেহ, প্রীতি ও ভালোবাসাকে তাদের উপর ছড়িয়ে দাও।

হুযূর বলেন, যে আমীর (বা সদর কায়েদ বা যয়ীম) শুধু এজন্য কতিপয় ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখেন যে, তারা প্রত্যেক উপলক্ষেই ও সুযোগেই তার স্বপক্ষে ও সমর্থনে দাঁড়ায়; তারা জানেন না যে, ওটা তৌহীদের পরিপন্থী। প্রত্যেক আমীর (আদেশ দানের ক্ষমতাবান বা প্রত্যেক কর্মকর্তা)-এর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য তিনি যেন বিনত হন এবং সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করেন সমানভাবে, রহ্‌মত ও বিনয়ের সাথে। তাঁর মর্তবা বড়—এটা এক মাত্র এজন্য যে, খোদাতা'লা তাকে এই মাকামে অধিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু যে মাকামে তিনি তাকে সমাসীন করেছেন ইহার দাবী ও চাহিদা এই যে, নিজে ওখান থেকে নীচে নেমে আসুন (অধীনস্থদের কাছে। উক্ত বিষয়-বস্তুটিই নির্ণীত হচ্ছে এ আয়াতটি থেকে —"ওয়াখফিয জানাহাকা লিমানিত্তবায়াকা মিনাল মুমেনীন।"

হুযূর (আইঃ) কুরআনের উক্ত আয়াতসমূহ এবং হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র সীরাতের উদ্ধৃতির মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়-বস্তুটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, প্রত্যেক সেই আদেশদানের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই সুন্নত ও আদর্শকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করে নেয়, তার জন্য স্খলনের কোন (আশংকা নেই। কেননা, যখন অধনীস্থদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে তখন তা হবে খোদার খাতিরে। আদেশদানের ভারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির বোঝা উচিত যে, (অধীনস্থ) এই লোকগুলো খোদার খাতিরে তাঁর সমুখে বিনত হচ্ছে, তাই তাঁর উচিত নিজেও খোদার সমীপে অধিকতর ঝোঁকা। হুযূর বলেন, মুমেন যদি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রঙ ধারণ করে তাহলে মানুষের জন্য তার ইতায়াত করাও সম্মান ও মর্যাদার কারণ এবং অনুগত হওয়ার মাঝেও সম্মান ও মর্যাদা নিহিত। (সাপ্তাহিক 'বদর'-কাদিয়ান)

… … … … … … … ❋ * … … … … … …

২৮শে জুন, ১৯৯৬ইং মসজিদ বাইতুর রহমান, ওয়াশিংটন (আমেরিকা)— সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর সূরা আত্-তওবার ১২৮ তম আয়াত—"আযীযুন আলায়হে মা আনিত্তুম··· (অর্থঃ "নিশ্চয় তোমাদেরই মধ্য হতে [আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত ও মনোনীত হয়ে] এক মহান রসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তার জন্য দুঃসহ, সে তোমাদের অতিশয় শুভাকাঙ্খী, মুমেনদের প্রতি সে পরম মমতাশীল, দয়াময়")—তেলাওয়াত করেন এবং বলেন যে, আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আমেরিকার তিন দিন ব্যাপী ৪১ তম সালানা জলসা আরম্ভ হচ্ছে। তেমনি গুয়েটেমালা জামাতেরও তিনদিন স্থায়ী ৭ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উভয় জলসার সাফল্যের জন্য দোয়ার আহবান

জানাবার পর হুযূর বলেন যে, আজকের খোৎবাতেও পূর্ববর্তী খোৎবা-সমূহের ধারাবাহিক বিষয়ের সম্পর্কেই আলোকপাত করা হবে।

হুযূর বলেন যে, আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে এতো দ্রুতগতিতে মানুষ এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যে, এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাদের তরবীয়তের বিষয় এবং তরবীয়ত প্রসঙ্গে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইতায়াতের বিষয়-বস্তু এই মর্মে যে, নবদীক্ষিতদেরকে ইতায়াতের নিয়ম-নীতি ও আদব-কায়েদা শিখানো হোক এবং যারা তাদেরকে দীন শিখাবেন তাঁদেরকে ইতায়াত করাবার নিময়-নীতি শিখানো হোক। হুযূর বলেন, আমি সাহেবে-আম্‌র'—ঐ দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের উল্লেখ করছি যারা ইতায়াত গ্রহণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছেন। হুযূর বলেন, ইতায়াত গ্রহণকারী হিসেবে (অনুকরণীয়) সবচে' উৎকৃষ্ট ও উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নমুনা ও আদর্শ। হুযূর বলেন, কোন কোন লোক হুযূর আকরাম (সাঃ)-এর আনুগতা ও ইতায়াতের রঙ ও পদ্ধতি দেখে অনেক সময় এই ভ্রান্ত ধারণার শিকার ও বিভ্রান্তির কবলে নিপতিত হয় যে, ইসলাম অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের ডিক্টটরশিপ বা একনায়কত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। হুযূর একনায়কত্ব এবং ইমারতের ইসলামী নেযাম বা ব্যবস্থাপনার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে হযরত রসূল আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র সীরাত ও জীবনাদর্শের উদ্ধৃতিসূত্রে বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) সাহাবীদের কাছ থেকে সেই সব প্রত্যাশাই রেখেছিলেন, যা তিনি তাঁর অন্তরে অনুভব করতেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন যে, মুমেনদের দৃষ্টান্ত একটি মানব দেহের ন্যায়, দেহের আঙ্গুলেও যদি কষ্ট হয় তাহলে তাতে সারা দেহ অস্থির ও বেদানকাতর হয়ে পড়ে। এই দৃষ্টান্তটি প্রকৃতপক্ষে সবচে' বেশী প্রযোজ্য হয় স্বয়ং তাঁর (সাঃ) নিজের উপরে এবং তিনিই উহার শ্রেষ্ঠ প্রতীক ছিলেন। কারও কোনও কষ্ট তিনি সইতে পারতেন না। শুধু তাই নয়, বরং মানুষের জন্য এরূপ শুভাকাঙ্খী ছিলেন যে, তাদেরকে যত কল্যাণই দেয়া হোক না কেন তিনি তাদের জন্যে তার চেয়েও অধিক কল্যাণের অভিলাষী হতেন। মানবজাতির দুঃখ-কষ্টের ক্ষেত্রে ওরূপ অনুভূতি এবং তাদের জন্য ওরূপ শুভাকাঙ্খা কখনও কি কোন একনায়কের জীবনে কোথাও পরিদৃষ্ট হয় ?! তদুপরি ঐ হিতৈষণার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিসত্তার (স্বার্থের সাথে) সামান্যটুকুও সম্পর্ক নেই। বরং এই সবকিছুই মহান আরশের প্রভু-প্রতিপালকের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। হুযূর বলেন যে, ইতায়াতের ইহাই সেই বৈশিষ্টপূর্ণ দিক, যা আমাদেরকে প্রত্যেক আমীর তথা আদেশদানের ভারপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন প্রত্যেক কর্মকর্তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে হবে।

হুযূর (আইঃ) কুরআনী আয়াত, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সাহাবীদের পবিত্র জীবনাদর্শের দৃষ্টান্তসমূহের উদ্ধৃতির সূত্রে বলেন যে, উপরোল্লিখত হাদীসটিতে বর্ণিত মানবদেহের

দৃষ্টান্ত থেকে প্রতিপাদ্য বিষয়টি হচ্ছে স্পর্শকাতরতা সম্পৃক্ত। এবং স্পর্শকাতরতা আবেগানুভূতির সাথে সম্পর্ক-যুক্ত। অতএব, আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করা হচ্ছে আমীরের কাজ। যদি আমীর অনুরূপ অনুভূতিশীল হন এবং তাদের (অধীনস্থদের) জন্য অস্থির ও উদ্বিগ্ন থাকেন, তাহলে ওরূপ আমীরের জন্য তাদের অন্তরে প্রীতি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য ফলস্বরূপ। শুষ্ক যুক্তিসূচক ইতায়াতের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। খোদাতা'লা কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাপনার ইতায়াত বস্তুতঃপক্ষে অন্তরের বাধ্যবাধকতা বিশেষ। ইতায়াত করার এবং আদায় করবার ক্ষেত্রে মহব্বত ও আত্মোৎসর্গবোধই প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী হবে।

হুযূর (আইঃ) কুরআনের আয়াতসমূহের উদ্ধৃতির মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন যে, আমীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে নিজের পারিপার্শ্বিকতাকে পাক-সাফ করা এবং শির্কের নাপাকীকে দূরীভূত করা। হুযূর বলেন যে, যার উপর ইমারতের দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হয়ে থাকে তাঁর চার পাশে এ ধরনের কিছু লোক একত্রিত হয়ে পড়ে যারা তাকে বড় বানায় এবং এই উপায়ে তাঁর ইমারতে শরীক হবার প্রয়াস পায়। কোন কোন আমীর ওরূপ লোকদের হাতে পুতুল বনে যান এবং ইহা ভুলে যান যে, ওরূপ লোকদের মধ্যেই আবার কেউ কেউ রুগ্নও সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে তাদের রোগের নির্ণয় করা শির্কের সনাক্তের দ্বারা সম্ভব।

হুযূর কুরআনী আয়াতের উদ্ধৃতিমূলে ব্যক্ত করেন যে, নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে (কারও প্রতি) ইহসান করতে নিষেধ করা হয়েছে। হুযূর বলেন, কোনও ইহসান আদল-ইনসাফ বা ন্যায়-বিচারের পথে প্রতিবন্ধকতা হতে পারে না। ন্যায়পরায়ণতাকে পরিত্যাগ করে যদি ইহ্সানকে প্রাধান্য দেয়া হয়, তাহলে শির্ক আরম্ভ হয়ে যায়।

হুযূর বলেন যে, **আমাদেরকে জগদ্ব্যাপী ইসলামী ইতায়াতের দৃষ্টান্ত ও নমুনা দেখাতে হবে এবং ইসলামী ইতায়াত আচরণ ও আদায় করার রীতি-নীতি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সকলকে জানিয়ে দিতে হবে।** আল্লাহ্‌তা'লা এই কর্তব্যটি পালন করার তওফীক আমাদেরকে দান করুন এবং সদাসর্বদা আমরা যেন ইসলামের ইতায়াত ও আনুগত্যশীলতার নেযাম বা ব্যবস্থাপনাকে সচল-সক্রিয় ও অব্যাহত রাখতে পারি। কেননা, এরই মাঝে আমাদের জীবন, এর মাঝে আমাদের স্বস্তি ও প্রশান্তি নিহিত।

... ...

২৬শে জুলাই, ১৯৯৬ সালানা জলসা, টিলফোর্ড (ইসলামাবাদ) ইংল্যাণ্ড—

তাশাহহুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) "তৌহীদ-বারীতা'লার (আল্লাহ্‌তা'লার একত্ব) বিষয়ে খোৎবা ইরশাদ করতে গিয়ে সকল আহমদীদেরকে

খাঁটি তৌহীদ অবলম্বী (—মুওয়াহ্হিদ) হওয়ার এবং শির্ককে নিজের অস্তিত্ব থেকে মূলোৎপাটনের মর্মস্পর্শী উপদেশ প্রদান করেন। হুযূর বলেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই—এ কথার প্রতি আপনাদের মৌখিক সাক্ষ্যের যথার্থতা প্রকৃতপক্ষে আপনাদের চরিত্র ও ব্যবহারিক জীবনধারা থেকেই সাব্যস্ত হতে পারে। বস্তুতঃ আপনাদের কর্মগত ভূমিকাই প্রমাণিত করবে যে, আপনারা নিজেদের উক্ত সাক্ষ্য প্রদানে কতটুকু খাঁটি ও সত্যনিষ্ঠ। সূরা আল্-মুনাফেকূনে আল্লাহ্তা'লা কলেমা তৈয়্যবার প্রতি মুনাফেকদের সাক্ষ্য প্রদানকে মিথ্যে বলে আখ্যায়িত করেন। এর কারণ প্রকৃতপক্ষে এটাই যে, মুনাফেকদের সাক্ষ্য তাদের ব্যবহারিক জীবন ও কর্মগত ভূমিকার নিরিখে মিথ্যে বলে সাব্যস্ত হয়।

হুযূর বলেন, সমগ্র জগদ্বাসীকে আমাদের তৌহীদের দিকে আনয়ন করতে হবে। সে দিক থেকে আমাদের উপর সবচে' অধিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, আমরা যেন নিজেদের আত্মসত্তায় 'মুওয়াহ্হেদ' বা তৌহীদে সুপ্রতিষ্ঠিত বলে সাব্যস্ত হই। যদি আমরা গাফেলতির সাথে নামায আদায় করি, যদি আমরা মিথ্যা কথা বলি বা মিথ্যাচারী হই, কটু কথা বলি, তাহলে কলেমা তৈয়্যবার প্রতি আমাদের সাক্ষ্য হবে বৃথা। বরং ওরূপ নামাযীদের প্রতি আল্লাহ্তা'লা কুরআন করীমে অভিসম্পাত করেছেন (—"ওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীন")। হুযূর বলেন, আপনারা বিবেচনা করে দেখুন এমন তো নয় যে, আপনারা নিজেদের নামাযে (তাশাহ্হুদ পাঠ কালে) ঐ রকমের অভিশাপেরই ভাগী হচ্ছেন, কিনা। কাজেই যখন আপনারা নামায পড়েন এবং "আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন" বলেন, তখন 'রবুবীয়্যত'-এর অনন্ত ও বিশাল সমুদ্রে ডুব দিন। বিশ্বজগদ্ব্যাপী ঐশী-প্রতিপালনের কত যে মহিমা ছড়িয়ে রয়েছে, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুন। খোদার এই বিশ্বজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মাঝে নিহিত রয়েছে গণনাতীত রহস্য ও অপরিসীম তত্ত্ব-তথ্য (যা আল্লাহ্র তৌহীদকেই সাব্যস্ত করে)।

হুযূর (আঃ) বলেন যে, আল্লাহ্তা'লার গণনাতীত ক্ষমতা ও কুদরতসমূহ সনাক্ত করার দু'টি পন্থাই নির্ধারিত আছে। হয়তো নিজেদের আত্মসত্তায় ডুব দিয়ে উহা সনাক্ত করুন, অথবা আদিগন্ত বিস্তৃত পরিমণ্ডলে গভীর দৃষ্টিপাতে তাঁর অসীম কুদরতসমূহ অধ্যয়ন করুন। এমতাবস্থায় "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" সম্পর্কীয় আপনাদের সাক্ষ্য কিছুটা অর্থবহ ও সার্থক হবে। হুযূর বলেন, ইনিই হচ্ছেন সেই মহান প্রভু-প্রতিপালক ('রব্ব্') যার স্বপক্ষে আমাদেরকে প্রতিদিন সাক্ষ্য প্রদান করতে হয়। পক্ষান্তরে, যদি মানুষ হারাম অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে, তাহলে তার জন্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর সাক্ষ্য দেয়া শোভা পায় না।

(সাপ্তাহিক 'বদর'—কাদিয়ান এবং 'আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল' থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত)

একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ

মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

হযরত আকদাস আমীরুল মুমেনীন গত ১৯শে মে তারিখে, হামবুর্গ জার্মানীর বায়তুর রশীদে আহমদীদের নসীহত করে বলেন,

"এখানে একটি বিষয় আমি বিশেষভাবে অনুধাবন করেছি এবং ইউরোপের অন্যান্য জায়গাতেও এ-বিষয়টি মারাত্মক রূপ ধারণ করছে আর তা হলো, কুরআন করীম মুখস্ত করার রেওয়ায উঠে যাচ্ছে। কুরআন মজীদের ছোট সূরা বা কিছু আয়াত মুখস্ত করার দিকেও দৃষ্টি নেই।" হুযূর বলেন, "প্রত্যেক, আহমদী ছেলে মেয়ের সঠিক উচ্চারণের সাথে অর্থসহ অনেকগুলি আয়াত মুখস্ত করা উচিত। এরপর যার আওয়াজ ভালো সে কুরআন না খুলেই মুখস্ত তেলাওয়াত করবে। কিন্তু এ রেওয়ায শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং ইহা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ।" হুযূর বলেন, "বিশেষ করে আমি যে আয়াতগুলি নামাযে পাঠ করে থাকি তা সকলের মুখস্ত করা দরকার। কেননা, এই আয়াতগুলি আমি বিশেষ কারণেই পাঠ করে থাকি।"

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, হুযূরের এই নির্দেশ শুনার পর খাকসার ঐ আয়াতগুলির তালিকা সংগ্রহ করি যা হুযূর (আইঃ) নামাযে পাঠ করে থাকেন। আমরা সবাই যেন এই আয়াতগুলি মুখস্ত করি ও আয়াতগুলিকে বুঝতে চেষ্টা করি এবং হুযূরের নির্দেশ যেন পালন করতে পারি। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই তৌফীক দান করুন।

খাকসার দোয়ার অনুরোধ করে আয়াতের তালিকা লিখছি ঃ

১। আয়াতুল কুরসী রুকূ পর্যন্ত ২। সূরা বাকারার শেষ রুকূ ✓
৩। সূরা আলে ইমরান ২৬ হতে ২৮ আয়াত এবং ১৯১ হতে ১৯৫ আয়াত
৪। সূরা আনআম ৯৬ হতে ১০১ আয়াত এবং ১০২ হতে ১১১ আয়াত
৫। সূরা রাআদ ৯ হতে ১৫ আয়াত এবং ২০ হতে ২৭ আয়াত
৬। সূরা ইব্‌রাহীম ৩৬ হতে ৪২ আয়াত
৭। সূরা বনী ইসরাঈল ২৪ হতে ৩১ এবং ৭৯ হতে ৮৫ আয়াত
৮। সূরা নাহল ৬৭ হতে ৭১ আয়াত এবং ৭১ হতে ৭২ আয়াত
৯। সূরা কাহাফের প্রথম ও শেষ রুকূ
১০। সূরা ফুরকানের ৬২ হতে ৭৮ আয়াত ১১। সূরা আহযাবের শেষ রুকূ
১২। সূরা হামীম সাজদার ৩১ হতে ৩৭ আয়াত
১৩। সূরা ফাতাহর শেষ রুকূ ১৪। সূরা জারিয়াত শেষ রুকূ
১৫। সূরা হাশর শেষ রুকূ ১৬। সূরা সাফ্‌ফ
১৭। সূরা জুমুআ ✓ ১৮। সূরা মুলক প্রথম রুকূ ১৯। সূরা বুরুয
২০। সূরা তারেক ২১। সূরা যোহা ২২। সূরা ত্বীন ✓
২৩। সূরা যিলযাল ✓ ২৪। সূরা তাকাসুর ২৫। সূরা আল্‌ কারেয়া ✓
২৬। সূরা হুমাযা ✓ ২৭। সূরা ফীল ২৮। সূরা মাউন ✓
২৯। সূরা নাস্‌র ৩০। শেষ তিন সূরা ৩১। সূরা গাশিয়া ✓
৩২। সূরা আল্‌ 'আলা। ✓

চলতি দুনিয়ার হালচাল

উল্টা যাত্রা শুভ হউক

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

দৈনিক জনকণ্ঠের 'আড়ি পেতে শোনা' ফিচারে প্রকাশিত ১২-৯-৯৬ তারিখের হেড লাইন হলো 'সিনেমা ও টিভি বর্জন'। খবরটি এখানে হুবহু তুলে দেয়া হলো। এতে সুস্থ মনের জন্য চিন্তার প্রচুর খোরাক আছে।

সিনেমা ও টিভি বর্জন

বিনোদন মাধ্যমে সহিংসতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বিপুলসংখ্যক অভিভাবক সিনেমা হলে যাওয়া থেকে বিরত থাকছেন এবং টিভি সেট বন্ধ রাখেন। সোমবার এক জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। খবর শিকাগো থেকে রয়টারের।

জরিপ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের ট্রাষ্টি জন নেলসন বলেন, এটা স্পষ্ট যে, প্রচার মাধ্যমের এই পাগলামি বন্ধ করার সময় এসেছে এবং গোটা আমেরিকার পিতা মাতাই এটা জানে। জরিপে দেখা গেছে, প্রশ্নের উত্তরদাতা ৮শ' জনের মধ্যে ৬৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই বলেছেন তারা পর্দায় মাত্রাতিরিক্ত সহিংস ঘটনাবলীর কারণে টিভি দেখা বন্ধ করে দেন, মুভি থিয়েটারেও যান না। শিশুদের নিয়ে বিনোদন উপভোগকারী পিতা-মাতার ৭৫ শতাংশই টিভি বন্ধ রাখা এবং হল বর্জনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। জরীপে আরও বলা হয়েছে, ৬৮ শতাংশ পিতা-মাতাই চলচিত্রে কড়াকড়ি রেটিং সিষ্টেমের পক্ষপাতী, ৮১ শতাংশ টিভি অনুষ্ঠান ও কম্পিউটার গেমসে এবং ৭২ শতাংশ সঙ্গীত রেটিং ব্যবস্থা আরোপের পক্ষে মত দিয়েছে। সল্ট লেক সিটির আট সন্তানের জনক নেলসন বলেন, আমাদের সন্তানরা এখন অন্য যে কোন ক্ষেত্রের চেয়ে মিডিয়া থেকে জীবন সম্পর্কে জানার জন্য সময় ব্যয় করছে বেশি। তিনি বলেন, মিডিয়া ভায়োলেন্স যে বাস্তব জীবনে সহিংসতা ডেকে আনে তা আমরা জানি।

মিডিয়া ভায়োলেন্স শুধু যে আমাদের দেশের আগ্রাসী ও বিচ্ছিন্ন কোন একটি জেনারেশনকে গিলে খাচ্ছে তাই নয়, তরুণ সমাজও মেধাপাচার এবং বিভিন্ন রকমের সমস্যায় জড়িয়ে যাচ্ছে। মার্কিন চিকিৎসকদের বৃহত্তর সংস্থার সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর এ মন্তব্য প্রকাশ করা হবে। সম্মেলনে জরিপের তথ্যও প্রকাশ করা হবে। এএসএ সংস্থা আরও বলেছে চিকিৎসকদের শিক্ষায় সাহায্য এবং তাদের রোগীদের বিনোদন মাধ্যমের সহিংসতার বিপদের গুরুত্ব বোঝানোর লক্ষ্যে ৬০ হাজার চিকিৎসকের জন্য তারা একটি গাইড বিতরণ করবে। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২-৯-৯৬)

যুক্তরাষ্ট্র আধুনিক প্রযুক্তির প্রধান ধারক ও বাহক। প্রযুক্তি সম্পর্কে যে বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে তা হলো যত গুরুত্ববহ প্রযুক্তিই হউক না কেন তা কখনও নিজে নিজে কার্যকর হয় না। এতে মানুষের পরশ চাই। সে পরশ কল্যাণের হলে তা ব্যক্তি,

পরিবার ও সমাজের জন্য সুখ শান্তির মহান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে ঐ পরশ অমংগলের হলে যা হয় এরই এক জলন্ত নজির হলো 'সিনেমা ও টিভি বর্জন' খবরটি।

কেন এতো সখের সিনেমা ও টিভি বর্জন করতে হচ্ছে এর গভীরে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। অতি সংক্ষেপে বলা যায় আধুনিকতার নামে বর্তমানে সিনেমা টিভি, রেডিও, সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতিতে যা শুনানো ও দেখানো হয় তা তথাকথিত স্বাধীনতার নামে লাগামহীন উচ্ছৃংখলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে অন্যান্য অবক্ষয় ছাড়াও মানুষের স্বভাবে বিরাজিত স্নেহ-মমতা প্রেম-প্রীতি ভালবাসাকে পিষে মারা হয়। অথচ এসবে রয়েছে স্রষ্টা রোপিত কল্যাণের অফুরন্ত উৎস। তাই এগুলোকে অবহেলা করা মানব প্রকৃতিকে পংগু করা ফেলার শামিল। বস্তুতঃ মানুষ কখনও নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। মানুষের মাঝে রয়েছে মহত্ব ও হীনত্বের [যাকে অনেকে 'পশুত্ব' বলে থাকে] বীজ। সে অনবরত দেখছে, নিয়ন্ত্রণে রেখেই পশু দ্বারা ফায়দা উঠাতে হয়। অথচ নিজের অন্তর-পশুর বেলায় এ সত্য বেমালুম ভুলে যায়। প্রধানতঃ যুক্তি এবং আদর্শই মানুষের পশুত্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চাবি কাঠি। বস্তুতঃ যেদিন হতে মানুষ তার জীবনে যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে সেদিন হতেই সে নিয়ন্ত্রণের কল্যাণময় পরশে ভূষিত হয়েছে। যুক্তি ও আদর্শের ভিত্তি হবে মানবতার সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন বিকাশ। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, মানুষ বেশীদিন যুক্তি ও আদর্শের পথ ধরে রাখতে পারে না। তার এ ব্যর্থতায় যাতে চিরকাল আটক পরে থাকতে না হয় পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর নবী-রসূল পাঠিয়ে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। কীভাবে তার মহত্বকে ফিরে পাওয়া ও হীনত্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কলাকৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এ যামানাতেও আল্লাহ্ এজন্য হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে ইমাম মাহদীরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি অনুগামীদের নিয়ে যে জামাত কায়েম করেছেন তা বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত নামে পরিচিত।

পুনঃ সিনেমা ও টিভি বর্জনের কথায় আসা যাক। এর কয়েকটি দিক গভীরভাবে বিবেচনার দাবী রাখে। যেমন দেশের সবাই তা বর্জন না করলে [আর এরূপ কখনও হবে বলে মনে হয় না] বড় সুরঙ্গ থেকে যাবে যে ছিদ্র পথে প্রজন্ম অবক্ষয়ের আগ্রাসনে আক্রান্ত হবে। বস্তুতঃ এ ধরনের বর্জন আমাদের অর্জনের পথকে পুরোপুরি রাহুমুক্ত করবে বলে মনে হয় না। বরং এজন্য চাই সব গণসংযোগ মাধ্যমগুলোকে কল্যাণের আদর্শ প্রচারে ব্রতী করা। এজন্য আরো চাই নিষ্ঠার সাথে সত্য প্রতিষ্ঠার বিরামহীন আন্দোলন করা। বস্তুতঃ এক্ষত্রে এক বিরাট শূন্যতা বিরাজ করছে।

এই শূন্যতাকে দূর করা এবং উল্টা স্রোতকে গঠনমূলক কর্মসূচী দ্বারা সার্থক করে তোলার জন্য বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অনন্য সাধারণ কর্মসূচীর সাথে সংযোগের জন্য সবাইকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। এই আহ্বান দেশ, জাতি, ধর্ম-বর্ণ সবকিছু অতিক্রম করে বিশ্ববাসীর জন্য। এই ক্ষুদ্র জামাত এমটি এর [**M. T. A**-মুসলিম টিভি, আহমদীয়া] মাধ্যমে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টাব্যাপী আল্লাহ্ ও রসূলের শিক্ষা আদর্শকে বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করে চলেছে। এর দূরপ্রসারী সুফলও দিন দিন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠছে। আল্লাহ্ আমাদের সবার সহায় হউন।

তারানা-ই-ওয়াক্‌ফে নও

শাহ্‌ মোস্তাফিজুর রহমান

(ক)

ওয়াক্‌ফে নও ওয়াক্‌ফে নও
ওয়াক্‌ফে নও ওয়াক্‌ফে নও
শপথ লও । আহাদ লও ।
শপথ লও ।। আহাদ লও ।।

(১)

ইমামে যামান ডাকিছে সামনে কদম বাড়াও,
দিকে দিকে খাস তৌহীদের ঝাণ্ডা উড়াও।
নয়া আসমান নতুন যমীন তোমরা বানাও,
ওয়াক্‌ফে নও ··· ··· ·· ··· ।।

(২)

খোদার খলীফা আগুয়ান আজি বিজয়ের পথে পথে,
তাঁরই সাথে চলো শত সংগ্রামে ত্যাগে আর হিম্মতে।
আঁধার জগতে নব সূর্যের বার্তা শোনাও,
ওয়াক্‌ফে নও ··· ··· ··· ·· ।।

(৩)

জল স্থলের শত ফাসাদের আঁধার করিয়া লীন,
তোমরা আনিবে আল্‌-কুরআনের সোনালী আলোর দিন।
মুহাম্মদের নূরের সিতারা আলো ছড়াও,
ওয়াক্‌ফে নও ··· ··· ··· ··· ।।

(৪)

দাজ্জালিয়াতী আগুনে জ্বলিছে আদমের সন্তান,
আহমদীয়তি বৃষ্টি ধারায় দাও হে পরিত্রাণ।

পৃথিবীর বুকে আজি জান্নাতী ফুল ফোটাও,
ওয়াক্‌ফে নও … … .. ॥

(৫)

ইনসানিয়াৎ মরিছে ধুঁকিয়া ইন্‌সাফও হলো শেষ,
নব-সভ্যতা গড়িবে তোমরা শান্তির নব দেশ।
মাহ্‌দীর সেনা উঁচু-দিগন্তে, সালাম লও,
ওয়াক্‌ফে নও … … … …॥

(৬)

একই জামাত গড়িছে বিশ্বে খোদার বানানো নেতা
ও'তানিয়াতের শিকল ছিঁড়িয়া উম্মতে ওয়াহেদা।
তাঁরই নয়নের পুতলী তোমরা সালাম লও,
ওয়াক্‌ফে নও … … … .. ॥

(৭)

ইসলামের ঐ মহাসত্যের আলোকের উৎসবে
মিথ্যার যত নফ্‌সানিয়াৎ বিনাশপ্রাপ্ত হবে।
দুনিয়াকে সেই মহাসত্যের দাওয়াত দাও,
ওয়াক্‌ফে নও … … … …॥

(৮)

প্রার্থনা কর সিপাহসালার তাহেরের সিপাহীরা,
'ওয়াজ্‌আল্‌লি মিল্লাহুন্‌কা সুলতানান নাসীরা'।
আল্‌ মসীহার কাশ্‌ফী আশায় দীপ্ত হও,
ওয়াক্‌ফে নও … … … …॥

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুনঃ

اللهم مزقهم كل ممزق و سحقهم تسحيقا

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা)

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

আহমদীয়া তবলীগী পকেট বুক

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ
ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(একবিংশ কিস্তি)

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম কোন্ প্রকার নবুওয়তের দাবী করেছেন ?

নিম্নে আমরা হযরত মসীহ আলায়হেস সালামের কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। এতদ্বারা ইহা প্রকাশিত হবে যে, তাঁর দাবী শরীয়তি নবুওয়তের বা স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবুওয়তের ; নাকি তাঁর দাবী কেবল ইহা যে, রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করে এবং তাঁর প্রতিবিম্ব হয়ে তিনি এক হিসেবে নবীও অন্য হিসেবে উম্মতী বা কোন কোন কথায় তিনি যিল্লী (প্রতিচ্ছায়া) নবী। স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবী তিনি নন। তাঁর (আঃ) দৃষ্টিতে কুরআন মজীদ শেষ গ্রন্থ আর কেয়ামত পর্যন্ত এর সংশোধন ও রহিত হতে পারে না। আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ অর্থে খাতামান্নবীঈন যে, তাঁর (সাঃ) আধ্যাত্মিক কল্যাণ কেয়ামত পর্যন্ত প্রবহমান থাকবে কখনও বন্ধ হবে না এবং মসীহ মাওউদ (আঃ)-ও প্রত্যেকটি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক ফয়েয ও কল্যাণ থেকে লাভ করেছেন।

উদ্ধৃতি ঃ

(১) "নবুওয়ত" বলা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, নাউযুবিল্লাহ্ (আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই) আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হয়ে নবুওয়তের দাবী করছি বা কোন নতুন শরীয়ত আনয়ন করেছি। আমার নবুওয়তের উদ্দেশ্য কেবল আমার অধিক সংখ্যায় ঐশী মোকালেমা ও মোখাতেবা (কথোপকথন) লাভ যা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণে প্রাপ্ত হয়েছি। সুতরাং মোকালেমা ও মোখতেবায় আপনারাও বিশ্বাসী। অতএব ইহা কেবল শাব্দিক বিরোধ অর্থাৎ আপনারা যার নাম মোকালেমা-মোখাতেবা রাখেন আমি উহার আধিক্যের নাম ঐশী-আদেশে নবুওয়ত রাখি। ওয়ালে কুল্লেন আইঁয়াসতালেহা—অর্থাৎ প্রত্যেকেরই নিজস্ব পরিভাষা ব্যবহারের অধিকার রয়েছে।" (তাতিম্মা হাকিকাতুল ওহী পৃষ্ঠা-৬৮)

(২) "স্মরণ রাখা দরকার যে, বহু লোক আমার দাবীতে নবীর কথা শুনে ধোঁকায় নিপতিত হয় এবং ধারণা করে যে, আমি যেন ঐ রকম নবুওয়তের দাবী করি যা

পূর্ববর্তী যুগের নবীগণের সরাসরি লাভ হয়েছে। কিন্তু তারা এ ধারণায় ভ্রমে নিপতিত। আমার দাবী এরূপ নয়। বরং খোদাতা'লার বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক কল্যাণসমূহের উৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এ মর্তবা ও মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁর (সাঃ)-ফয়েয ও কল্যাণে আমাকে নবুওয়তের মাকাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। এজন্যে আমি কেবল নবী বলে আখ্যায়িত হতে পারি না বরং এক হিসেবে নবী ও অপর হিসেবে উম্মতী। আর আমার নবুওয়ত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যিল্ল্ (প্রতিচ্ছায়া), আসল নবুওয়ত নয়। এ কারণে হাদীস ও আমার ইলহামে (ঐশীবাণী) যেভাবে আমার নাম নবী রাখা হয়েছে তেমনই আমার নাম উম্মতীও রাখা হয়েছে, যেন একথা বুঝা যায় যে, আমার প্রত্যেকটি মর্যাদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণে তাঁর (সাঃ) মাধ্যমে লাভ হয়েছে।" (হাকিকাতুল ওহী. পৃষ্ঠা ১৫০ পাদটীকা)

(৩) "কুরআন শরীফ অন্যদের জন্যে নবী কেন বরং রসূল হওয়া ব্যতিরেকে অদৃশ্যের সংবাদ লাভও বন্ধ করে দিয়েছে। যেভাবে 'ফালা ইউযহেরু 'আলা গায়বিহী আহাদান ইল্লা মানিরতাযা মির্ রাসূলিন'—আয়াত থেকে ইহা প্রকাশিত। অতএব পরিষ্কৃত ও নির্মল অদৃশ্যের সংবাদ পাওয়ার জন্যে নবী হওয়া আবশ্যক ছিলো। আর 'আন'আমতা আলায়হিম' আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পরিষ্কৃত অদৃশ্যের সংবাদ থেকে এ উম্মত বঞ্চিত নয়। আর নবুওয়ত ও রেসালত সম্বন্ধীয় বিতর্কিত আয়াত পরিষ্কৃত অদৃশ্যের সংবাদ প্রত্যাশা করে এবং ঐ পদ্ধতি সরাসরি বন্ধ। এজন্যে ইহা মানতে হয় যে, এ প্রাপ্তির জন্যে কেবল প্রতিবিম্ব, ও প্রতিচ্ছায়া এবং ফানা ফির্ রসূল (রসূলে বিলীন হওয়া)-এর দরজা উন্মুক্ত"। (ইশ্তেহার এক গলতি কা ইযালাহ্, পাদটীকা)

(৪) "নিশ্চয়তার সাথে বলছি, আমি নতুন দাবী ও নতুন নামে নবী এবং রসূল নই। এবং আমি নবী এবং রসূল অর্থাৎ নিশ্চয়তার সাথে পূর্ণ প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ ঐ দর্পণ যার মধ্যে মুহাম্মদী আকৃতি ও মুহাম্মদী (সাঃ) নবুওয়তের পূর্ণ প্রতিফলন হয়েছে।" (নুযূলুল মসীহ্ মসীহ্ পৃষ্ঠা-৩)

(৫) "যে যে স্থানে আমি নবুওয়ত ও রেসালাতের অস্বীকার করেছি তা কেবল এ অর্থে করেছি যে, আমি স্বাধীন-স্বতন্ত্রভাবে কোন শরীয়তি নবী নই এবং স্বাধীন-স্বতন্ত্র কোন নবীও নই। কিন্তু এ অর্থে যে, আমি আমার পথ-প্রদর্শক রসূল (সাঃ) থেকে গুপ্ত আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি লাভ করে এবং নিজের জন্যে ঐ নাম লাভ করে তাঁর মধ্যস্থতায় খোদার পক্ষ থেকে অদৃশ্য জ্ঞান লাভ করে রসূল এবং নবী হয়েছি; কিন্তু নতুন কোন শরীয়ত ব্যতিরেকে। এ ধরনের নবী বলাকে আমি কখনও অস্বীকার করিনি।"

(ইশ্তেহার এক গলতি কা ইযালাহ্)

(৬) "এবং অভিসম্পাত ঐ ব্যক্তির ওপরে, যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণ থেকে পৃথক হয়ে নবুওয়তের দাবী করে। কিন্তু এই নবুওয়ত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামেরই নবুওয়ত অন্য কোন নবুওয়ত নয়। আর এর উদ্দেশ্যও ইহাই যে, ইসলামের সত্যতা দুনিয়ায় প্রকাশিত হয়ে যায় এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালামের সত্যতা প্রদর্শন করা যায়"। (চাশমায়ে মা'রেফত, পৃষ্ঠা, ৩২৫)

(৭) "ইহা খুবই স্মরণ রাখা দরকার যে, শরীয়তি নবুওয়তের দরজা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে একেবারেই রুদ্ধ। আর কুরআন মজীদের পরে আর কোন কিতাব নেই যা নতুন আদেশ-নিষেধ শিখায় বা কুরআন শরীফের আদেশ-নিষেধ রহিত করে বা এর অনুসরণকে পরিত্যক্ত করে। বরং এর ওপরে কেয়ামত পর্যন্ত আমল হতে থাকবে"। (আল্ ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা ১২, পাদটীকা)

(৮) "আমরা বারে বারে লিখেছি যে, সত্য এবং প্রকৃত বিষয় তো এই যে, আমাদের নেতা ও প্রভু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খাতামাল আম্বিয়া আর আঁ: [illegible] (সাঃ)-এর পরে স্বাধীন-স্বতন্ত্রভাবে কোন নবুওয়ত নেই এবং কোন শরীয়তও নেই। এবং কেউ যদি এ দাবী করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে বেদীন ও পথভ্রষ্ট"।

(চশমায়ে মা'রেফত, পাদটীকা পৃষ্ঠা ৩২৪)

(৯) "খোদা ঐ ব্যক্তির শত্রু, যে কুরআন শরীফকে মনসুখ (রহিত) বলে আখ্যা দান করে এবং মুহাম্মদী শরীয়তকে অমান্য করে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে এবং সে স্বীয় শরীয়ত প্রবর্তন করতে চায়"। (চশমায়ে মা'রেফত, ৩২৪-৩২৫ পৃষ্ঠা)

(১০) "আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে একটি বিশেষ আভিজাত্য প্রদান করা হয়েছে। তিনি সেই অর্থে 'খাতামাল আম্বিয়া' যে, একে তো সর্বপ্রকার নবুওয়তের উৎকর্ষ তাঁর ওপরে খতম বা পূর্ণ করা হয়েছে আর অপরটি হলো এই যে, তাঁর (সাঃ) পরে নতুন শরীয়তধারী কোন রসূল নেই এবং কোন এমন নবীও হবে না যে, তাঁর নবুওয়তের বাইরে। বরং প্রত্যেকে যে কথোপকথনের সৌভাগ্য দান করা হয় তা তারই আধ্যাত্মিক কল্যাণে ও তাঁরই মাধ্যমে লাভ হয়। এবং সে উম্মতী বলে আখ্যায়িত হয় কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র নবী বলে আখ্যায়িত হয় না।" (চশমায়ে মা'রেফত ৯ পৃষ্ঠা)

(১১) "এখন মুহাম্মদী নবুওয়ত ব্যাতিরেকে সব নবুওয়ই বন্ধ। কোন শরীয়তধারী নবী আসতে পারে না এবং শরীয়তবিহীন নবী আসতে পারে কিন্তু তাকে প্রথমে অবশ্যই উম্মতী হতে হবে।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, ২৫ পৃষ্ঠা)

(১২) "খোদা এক-অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর নবী এবং তিনি খাতামাল আম্বিয়া ও সবচে' শ্রেষ্ঠ। এখন তাঁর পরে কোন নবী নেই

কিন্তু কেবল তিনি, যার ওপরে প্রতিবিম্বাকারে মুহাম্মদীয়্যতের বরূযী চাদর পরিধান করানো হয়েছে। কেননা, সেবক স্বীয় প্রভু থেকে ভিন্ন নয় আর শাখাও স্বীয় বৃক্ষ থেকে আলাদা নয়। অতএব যে পরিপূর্ণভাবে প্রভু (মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্)-এর মাঝে বিলীন হয়ে খোদার নিকট থেকে নবী উপাধি লাভ করে সে খতমে নবুওয়তে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী নয়। যেভাবে তোমরা যখন দর্পণের সম্মুখে স্বীয় আকৃতিকে দর্শন করো তখন তোমরা দু'জন হতে পারো না বরং একজনই যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দু'জন প্রতিভাত হয়। কেবল ছায়া ও কায়ার পার্থক্য। সুতরাং খোদাতা'লা এভাবেই মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে (নবী) করেছেন।"
(কিশতিয়ে নূহ, ১৫ পৃষ্ঠা)

(১৩) "এ যুগে নবী শব্দ দ্বারা খোদাতা'লা ইহা বুঝাতে চান যে, কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ঐশী কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করে এবং ধর্মকে সঞ্জীবিত করার জন্যে আদিষ্ট হয়। ইহা নয় যে, সে অন্য কোন শরীয়ত আনয়ন করে। কেননা, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে শরীয়ত শেষ হয়েছে এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে কারও ওপরে নবী শব্দ ব্যবহার সিদ্ধ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে উম্মতী বলা হয়। যার অর্থ এই যে, প্রত্যেকটি পুরস্কার সে আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ ও অনুকরণে লাভ করেছে, সরাসরি লাভ করে নি।"
(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃষ্ঠা-৯)

(১৪) "মোট কথা ঐশী-বাণী ও অদৃশ্যের বিষয়াবলীর এক বহুল পরিমাণ অংশ এই উম্মতের এক বিশেষ ব্যক্তির লাভ হয়েছে। আর আমার পূর্বে এ উম্মতের যত ওলী আবদাল ও কুতুবগণ চলে গেছেন তাঁদেরকে এ নেয়ামতের বহুল পরিমাণ অংশ দেয়া হয় নি। অতএব এ কারণে নবী নামে আখ্যায়িত করার জন্যে আমাকেই বিশেষ স্থান প্রদান করা হয়েছে এবং অন্যান্য লোকদের এ নাম পাবার অধিকারী করা হয় নি। কেননা, বহুল পরিমাণ ঐশী-বাণী ও অদৃশ্যের বিষয়াবলী অবগত হওয়া এর মধ্যে শর্তযুক্ত এবং ঐ শর্ত তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আর ইহা হওয়া প্রয়োজন ছিলো যেন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়ে যায়। কেননা, যদি অন্যান্য পুণ্যবানবান্দাগণ যারা আমার পূর্বে অতীত হয়ে গেছেন তারাও যদি এত ঐশী কথোপকথন ও অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞানের অংশ লাভ করতেন তাহলে তারাও নবী আখ্যায়িত হওয়ার অধিকারী হতেন। তখন এ অবস্থায় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হতো। এজন্যে খোদাতা'লার উদ্দেশ্য এসব বুযুর্গগণকে এ নেয়ামতকে পুরোপুরি পাওয়া থেকে বিরত রেখেছে। সহী হাদীসসমূহে যে এসেছে যে, এরূপ ব্যক্তি একজনই হবেন, ঐ ভবিষ্যদ্বাণী যেন পূর্ণ হয়।"
(হাকিকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা-৩৯১)

ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে

আমার অসুখের সংবাদ পেয়ে দেশ, বিদেশের বহু বন্ধু এবং সুহৃদ আমার কাছে সমবেদনা জানিয়ে পত্র লিখেছেন। ব্যক্তিগতভাবে সবার কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র লিখা সম্ভব নয়, তাই পত্রিকা মারফত সকলকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং আমার জন্য দোয়া জারি রাখতে আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাতা'লার ফযলে আমি বর্তমানে নিয়মিত আঞ্জুমানে অফিস করছি এবং জামাতের কাজকর্ম পরিচালনা করছি। আলহামদুলিল্লাহ্।

(২৭ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

(১৫) "আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, আমি যেন এমন নবুওয়তের দাবী করে থাকি যদ্বারা ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না এবং যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে এরূপ নবী মনে করি যে, কুরআন শরীফের অনুসরণের কোন তোয়াক্কা করি না, নিজের পৃথক কলেমা ও পৃথক কিবলা তৈরী করি এবং ইসলামী শরীয়তকে রহিত বলে আখ্যায়িত করি। আর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইক্‌তেদা (অনুকরণযোগ্য) ও মুতাবে'আত (অনুসরণযোগ্য) থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করি। এ অভিযোগ সঠিক নয় বরং এমন নবুওয়তের দাবী আমার দৃষ্টিতে কুফরী। আর আজ থেকে নয় বরং আমার প্রত্যেক পুস্তকে সর্বদা আমি ইহাই লিখে আসছি যে, আমার এ ধরনের কোন নবুওয়তের দাবী নেই। ইহা আমার ওপরে সর্বৈব অপবাদ বৈ কিছু নয়। আর আমি যে ভিত্তিতে নিজেকে নবী বলে থাকি উহা কেবল এতটুকুন যে, আমি খোদাতা'লার নিজ কথা দ্বারা ভূষিত এবং তিনি আমার সাথে বহুল পরিমাণে কথা বলেন, এবং আমার কথার জবাব দেন আর আমার নিকট বহু অদৃশ্যের খবর প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যৎ যুগের ঐ সব রহস্যাবলী আমার নিকট প্রকাশ করেন এবং এসব বিষয়ের আধিক্যের কারণে তিনি আমার নাম নবী রেখেছেন। সুতরাং আমি খোদাতা'লার নির্দেশ মোতাবেক নবী। যদি আমি ইহা অস্বীকার করি তাহলে আমার পাপ হবে। আর যে অবস্থায় খোদা আমার নাম নবী রেখেছেন সেক্ষেত্রে আমি কি করে ইহাকে অস্বীকার করতে পারি। আমি দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি এতে প্রতিষ্ঠিত আছি।"

(আখবারে আম এ প্রকাশিত শেষ লিখিত চিঠি, ২৬শে মে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত)

(চলবে)

পত্র-পত্রিকা থেকে

বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্স কর্তৃক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর আব্দুস সালাম-এর ৭০তম জন্ম বার্ষিকী পালন

১৯২৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ঝং শহরে জন্মগ্রহণকারী অধ্যাপক আব্দুস সালাম বর্তমানে ইটালীর ট্রিয়েস্তে রোগাক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্স-এর বৈদেশিক ফেলো এবং পদার্থ বিজ্ঞানে ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুস সালামের ৭০তম জন্ম বার্ষিকী পালন এবং রোগ মুক্তি কামনার উদ্দেশ্যে একাডেমী ১৬ই এপ্রিল '৯৬ বেলা ১১টায় ঢাকাস্থ পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের মিলনায়তনে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তৃতীয় বিশ্ব বিজ্ঞান একাডেমীর সভাপতি এবং ট্রিয়েস্তের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান একাডেমীর পরিচালক প্রফেসর সালাম আজীবন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের অতিমাত্রায় পছন্দ করতেন বলে আলোচকগণ উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর সভাপতি ডঃ এস ডি চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে মূল আলোচক ছিলেন জাতীয় প্রফেসর এম ইন্নাছ আলী, প্রফেসর হারুন-অর-রসিদ, ডঃ এ এম, চৌধুরী, ডাঃ এম আর চৌধুরী এবং পরমাণু শক্তি কমিশনের ভৌত বিজ্ঞান সদস্য ডঃ এম এ ওয়াজেদ মিয়া। বক্তাগণ প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর আশু রোগ মুক্তি এবং দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অধ্যাপক এম ইন্নাছ আলী বলেন, "৪৫ বছর আগে ১৯৫১ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্ব পাকিস্তান বিজ্ঞানী সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়ে তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। এরপর আমরা উভয়েই লণ্ডনে চলে যাই গবেষণা কাজ নিয়ে। তারপর ১৯৫৬ সালে করাচীতে পাকিস্তান পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হলে ডঃ আই এইচ ওসমানী চেয়ারম্যান হন এবং সালাম সাহেব হন খণ্ডকালীন সদস্য। অধ্যাপক সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত বিজ্ঞানের ছাত্রদের লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী-প্রাপ্ত ছাত্রদের সমান মর্যাদা দিতেন এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিজ্ঞানীদের উন্নতির জন্য অধ্যাপক সালাম সব সময় সচেষ্ট থাকতেন। অধ্যাপক সালামের লণ্ডনের বাড়ীর দেয়ালে কোর-আনের আয়াত লেখা রয়েছে। তবে কাদিয়ানী হিসেবে পাকিস্তান সরকার তাঁকে অমুসলিম ঘোষণা করায় তিনি পবিত্র হজ্বব্রত পালন করতে পারছেন না বলে অধ্যাপক সালাম খুবই মর্মাহত"।

মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থার পরিচালক ডঃ এ এম চৌধুরী বলেন, মহাকাশ গবেষণা সংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে এপিটি নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরামাণু শক্তি কেন্দ্রের ২টি কক্ষে এবং এটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল অধ্যাপক সালামের প্রচেষ্টার ফলে।

(অবশিষ্টাংশ ৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

এম, টি, এ, ডাইজেস্ট

(১৬-৩১ আগষ্ট, ১৯৯৬)

সংকলন—আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক

যুক্তরাজ্য ও জার্মানীতে খুৎবা প্রদান ঃ

হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ১৬ই আগষ্ট লণ্ডনের মসজিদে ফযলে জুমু'আর খুৎবা প্রদানকালে কুরআনের আলোকে বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং প্রচারের অধিকার ও নির্দেশের মধ্যে ভারসাম্যের উপর আলোকপাত করেন।

হুযূর (আইঃ) স্পেনের মিশনারী-ইন-চার্জ (মৌলানা করম ইলাহী জাফর—সংকলক) এর ইন্তেকালের সংবাদ প্রদান করে তাঁর তবলীগি জয্বার উদাহরণ সকলের সামনে পেশ করেন। উল্লেখ্য যে, ৫০ বছর ধরে তিনি স্পেনে মুবাল্লেগ হিসাবে কাজ করেছেন।

২৩শে জুলাই জার্মানীর ম্যানহাইমে আমাদের নতুন জলসাগাহে জার্মানীর জলসায় জুমু'আর খুৎবায় সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতের আলোকে হুযূর (আইঃ) বয়াতের প্রকৃত তাৎপর্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৩০শে আগষ্ট হুযূর (আইঃ) জার্মানীর মিউনিখ শহরে জুম'আর খুৎবায় সব্র ও মহব্বতের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নূরের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাগিদ দেন। আমাদের বিশাল দায়িত্বের কথা স্মরণ করে বলেন, পাপের দাগ পুরনো হওয়ার আগেই তা পরিষ্কার হওয়া উচিত।

অশেষ কল্যাণমণ্ডিত জার্মানী সফর ঃ

হুযূর (আইঃ) এ সময়ের মধ্যে এক অত্যন্ত সফল সফরে সময় অতিবাহিত করেছেন। দীর্ঘ প্রায় ১০/১২ দিনের জার্মানী সফরে হুযূর (আইঃ) জার্মানীর বড় বড় শহরে যেমন, কলোন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, স্টুটগার্ট ও মিউনিখে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। প্রতিটি শহরেই বহুসংখ্যক আহমদী হুযুর (আইঃ)-এর ব্যক্তিগত সাক্ষাতের তৌফীক লাভ করেন এবং কখনো জার্মান, কখনো আরব ও তুর্কী, কখনো বসনীয় ও আলবেনীয় অতিথিদের সাথে প্রশ্নোত্তর সভা হয়। একটি টিভি চ্যানেল হতে হুযূর (আইঃ)-এর একান্ত সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়।

এরই মধ্যে ২৩ হতে ২৫শে আগষ্ট জার্মানীর ২১তম জলসা সালানা ম্যানহাইমে আমাদের নতুন জলসাগাহে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সেনেগাল হতে আগত ডেপুটি স্পীকারের নেতৃত্বাধীন দশ সদস্যের এক সংসদীয় দলসহ সর্বমোট একুশ হাজারের অধিক ব্যক্তি যোগদান করেন।

সম্পূর্ণ জলসা এম, টি, এ-র মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে পেশ করা হল :

হুযূর (আইঃ)-এর জুমু'আর খুৎবার মাধ্যমে জলসার উদ্বোধন হয়। জার্মানীর সময় সকাল দশটা থেকে সোয়া বারোটা পর্যন্ত ছিল লাজনাদের অধিবেশন। এতে হুযূর (আইঃ) পৌনে দুই ঘণ্টা ভাষণ দেন। এ ভাষণ ছিল ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের ধারার শেষ শৃংখল। হুযূর (আইঃ) এতে আল্লাহ্‌তা'লার মহব্বত অপরাপর মহব্বতের চেয়ে শক্তিশালী কিনা তা ভেবে দেখতে বলেন। হুযূর (আইঃ) আরো বলেন যে, মানুষ তখনই কোন কিছুকে ভালবাসে যখন সেটিকে তার অস্তিত্বের স্থায়িত্বের জন্য আবশ্যক মনে করে। আল্লাহ্‌তা'লার আবশ্যকতা বুঝলেই তাঁর মহব্বত সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

এরপর হুযুর (আঃ) আধ ঘন্টার জন্য জলসাগাহ ত্যাগ করেন এবং ফিরে এসেই বসনীয় ও আলবেনীয়দের সাথে দেড় ঘন্টা প্রশ্নোত্তর সভায় মিলিত হন। সভাশেষে ১৯৪ জন আলবেনীয় এবং ৪৬ জন বসনীয় বয়াত গ্রহণ করেন। সেনেগালের ১০ জন আহমদী এম, পি, যারা নিজ দেশে বয়াত করেছিলেন, এ সুযোগে পুনরায় হুযূর (আইঃ)-এর হাতে বয়াতের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তারাও এ সৌভাগ্য লাভ করেন।

বিকাল ছ'টায় (জার্মানীর সময়) শুরু হয় বিভিন্ন ভাষায় প্রশ্নোত্তর সভা। এতে আরবী তুর্কী, ফারসী, ফরাসী, রুশ ও বাংলা ভাষায় হুযূর (আইঃ)-কে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হয়। হুযূর (আইঃ) ইংরেজীতে উত্তর প্রদান করেন। সেনেগালের ডেপুটি স্পীকার এবং একজন এম, পি, লাইনে দাঁড়িয়ে হুযূর (আইঃ)-কে প্রশ্ন করেন। ডেপুটি স্পীকার ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মো'জেযা সম্পর্কে জানতে চাইলে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, সেনেগালই তো ইমাম মাহদী (আঃ)-এর এক মো'জেযা। ১৯৯৩-এ এক রাত হুযুর (আইঃ) সারারাত 'ডাকার' 'ডাকার'……আওয়াজ শুনতে থাকেন এবং উচ্চারণ করতে থাকেন। এটা ছিল একটি লাগাতার ইলহাম। তখন জানা গেল ডাকার সেনেগালের রাজধানী এবং সে পর্যন্ত এক বছরে মাত্র ৫,২০০ বয়াত সেনেগালে হয়েছে। ডাকারে খুব সম্ভবতঃ জামা'তই ছিল না।

আল্লাহ্‌র ফযলে গত তিন বছরে সেখানে তিন লক্ষাধিক বয়াত হয়েছে এবং ১৫০ জনের সংসদের ৬৩ জনই আহমদী। হুযূর (আইঃ) এক পর্যায়ে ঘোষণা করেন যে,

ইনশাল্লাহ্‌ সেনেগালই হবে প্রথম আহমদী মুসলিম রাষ্ট্র'

শেষ দিনে বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় ভাষণ হয়। এম, টি, এ ইন্টার ন্যাশনাল-এর চেয়ারম্যান সৈয়্যদ নাসীর শাহ সাহেব এম, টি, এ সংক্রান্ত তাঁর ভাষণে এর ইতিহাস তুলে ধরেন। কীভাবে প্রথমে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে খুৎবা প্রচার শুরু হয়ে আজকে তা মহামহীরূহে

পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সে সময় এ ব্যবস্থা মুসলিম টেলিফোন আহমদীয়া বলে পরিচিত ছিল।

প্যারালিম্পিক্সে এক আহমদীর দু'টি স্বর্ণ পদক জয়

যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় অলিম্পিক এর পরই অনুষ্ঠিত প্রতিবন্ধীদের অলিম্পিক বা প্যারালিম্পিক্স (Paralympics)-এ রেযওয়ান আহমদ নামে ১৩ বছর বয়সী এক আহমদী দু'টি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক লাভ করেছেন। তিনি জাপান দলের হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ১৬ তারিখের সংবাদে এটি জানা যায়। উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে এটিই একজন আহমদীর এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সাফল্য।

এম, টি এ,-র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

১৮ই আগষ্টের মুলাকাতে খৃষ্টান বিশ্বে এম.টি,এ,-এর প্রভাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, নিশ্চয় প্রভাব পড়েছে। নতুবা তারা এত ষড়যন্ত্র কেন করছে ? উদাহরণ দিতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, আমেরিকার বৃহত্তম উপগ্রহ কোম্পানীর সঙ্গে যখন আমাদের প্রতিনিধিদল দেখা করতে যান, তখন মৌলবী, পাদ্রী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এক দলকে বেরিয়ে আসতে দেখেন। পরে জানা যায় যে, বিভিন্ন ধর্মীয় ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ আমাদের উপগ্রহ না দেয়ার জন্য চাপ দিতে এসেছিল।

আবার রুশ উপগ্রহের সাহায্যে সম্প্রচারকালে রুশ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে এম,টি,এ,-র অনুমতি না দেয়ার জন্য চিঠি গিয়েছিল। কিন্তু, উপগ্রহ সেখানকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন হওয়াতে এবং পররাষ্ট্র দপ্তর হতে স্বাধীন হওয়াতে তারা এটি নাকচ করে দিতে সক্ষম হন।

ইরাকে এম,টি,এ,

১৮ তারিখের 'লেকা মা'আল আরব' অনুষ্ঠানে হুযূর (আইঃ) জানান যে, এক আহমদীর সাথে এক ইরাকীর দেখা হওয়ার পর পরিচয় হলে তিনি বলেন 'আপনারাই এম,টি,এ, চালাচ্ছেন ? ইরাকে তো এটি খুব জনপ্রিয়'।

বাংলা অনুবাদ

মৌলানা ফিরোয আলম সাহেবের লণ্ডন গমনের পর থেকে বর্তমানে হুযূর (আইঃ) -এর খুৎবা, লেকা মা'আল আরব ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান নিয়মিত বঙ্গানুবাদ হচ্ছে।

তিনি মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বের সেই ভবিষ্যদ্বাণীরও উল্লেখ করেন যখন তিনি বলেছিলেন যে, এক সময় আসবে যখন কাদিয়ানে দরস দেয়া হবে এবং সারা পৃথিবীতে তা শোনা যাবে।

জার্মানীর আমীর জনাব আব্দুল্লাহ্ ওয়াকিস হাউযার তাঁর ভাষণে বলেন যে, যারা হুযূর (আইঃ)-এর ঠোঁটের ভাষা পড়তে পারেন তারা গতকাল হুযূর (আইঃ)-এর কথা হতে বুঝেছেন যে, বিজয় নিকটে এবং যে বিজয় দূরবর্তী মনে হয়েছিল তা এখন ইনশাল্লাহ্ আমাদের জীবদ্দশায় দেখার আশা করতে পারি। আমাদের পরিকল্পনা ও চেষ্টা এ বিজয় আনবে না বরং আমাদের অশ্রুই এ বিজয় নিয়ে আসবে।

হুযূর (আইঃ) এ দিন জার্মান ভাষীদের সাথে এক প্রশ্নোত্তর সভায় মিলিত হন। উল্লেখ্য যে, হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর সভা জার্মানীর জলসার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এত বেশী এবং এত বিশাল প্রশ্নোত্তর সভা অন্য কোথাও হয় নি।

শেষে হুযূর (আইঃ) সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, এখন হতে অন্য বিষয়ের জরুরী প্রয়োজন না থাকলে জলসাসমূহের সমাপনী ভাষণে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুপম আদর্শের উপর বক্তব্য রাখবেন। এ ভাষণে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কীভাবে আল্লাহ্‌র মহব্বতকে সবচে' বড় মনে করেছেন এবং কীভাবে আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভের জন্য দোয়া করেছেন তা আলোচিত হয়। তিনি (সাঃ) এভাবে দোয়া করতেন যে, "হে আল্লাহ, তুমি ঐ সকল বিষয় যার মহব্বত তোমার নিকট হতে দূরে নিয়ে যায়, এর পরিবর্তে আমার হৃদয়ে ঐ সকল জিনিসের মহব্বত দান কর যা তোমার মহব্বতের দিকে নিয়ে যায়।"

(২৯ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

ডাঃ এম আর চৌধুরী বলেন, অধ্যাপক সালাম একজন খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তি, অসাধারণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী এবং তিনি বর্তমানে জীবনতত্ত্ব নিয়ে কাজ করছেন।

ডঃ এম এ ওয়াজেদ মিয়া বলেন, "লণ্ডনে আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম এবং ট্রিয়েস্তে ৩/৪ বার গবেষণা করতে গিয়ে আমি অধ্যাপক সালামের অতি নিকটে পৌঁছার সুযোগ লাভ করেছিলাম। সবসময় তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের চেষ্টা করবে, দেশের জনসংখ্যারোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং জনশক্তিকে জন সম্পদে রূপান্তর করতে চেষ্টা করবে। অন্যথায় মানুষ অদূর ভবিষ্যতে অভাব অনটনে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, "এই মহান বিজ্ঞানী রোগমুক্ত হয়ে আরো দীর্ঘদিন কাজ করার সুযোগ পেলে বিশ্ব বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের জনগণ অনেক কিছু লাভে সক্ষম হবে। সকলের কামনা তিনি যেন সুস্থ হয়ে উঠেন।" (পরমাণু পরিক্রমা-এর এপ্রিল—জুন-৯৬ সংখ্যার সৌজন্যে)

(পত্র-পত্রিকার অবশিষ্টাংশ ৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ওসীয়্যত বিভাগ থেকে :

তশখীস হিস্যায়ে জায়েদাদ

ওসীয়্যত সম্পর্কে কতিপয় প্রস্তাব ১৯৮৩ সনে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরায় উথাপিত হয়। এ ব্যাপারে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ওসীয়্যতের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলীকে সামনে রেখে ওসীয়্যতের বিধি-বিধানসমূহের পুর্ণাঙ্গ পর্যালোচনান্তে ওসীয়্যতের নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য ১৫ সদস্যবিশিষ্ট এক কমিটি নিয়োগ করেন। ১৯৮৫ সনে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরায় উক্ত কমিটির রিপোর্ট পাঠ করে শোনানো হয় এবং তা 'ওসীয়্যতের নিয়মাবলী' হিসাবে প্রকাশিত হয়। নেযামে ওসীয়্যতের মৌলিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য; বিশেষ করে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং বিভিন্ন সময়ে জামাতে আহমদীয়ার খলীফাগণের নির্দেশাবলী একীভূত এটিকে আইন হিসাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

আমরা এ বিধি 'আল্-ওসীয়্যত' পুস্তিকার সাথে ছেপেছি। তবুও বাংলাদেশের ওসীয়্যতকারী ভাই-বোনের সদয় অবগতির জন্য এ সম্পর্কে কতিপয় বিষয়-বস্তু উপস্থাপন করা হলো :

১। 'জায়েদাদ' অর্থ মূসীর (ওসীয়্যতকারীর) এমন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যা 'মজলিস কারপরদায-এর নিকট সম্পত্তি হিসেবে গৃহীত এবং মজলিসে কারপরদায-এর কোন ধারার বহির্ভূত বলে ধার্য করা হয় নি।

'হিস্যায়ে জায়েদাদ' অর্থ মূসীর অর্থ-সম্পত্তির সে অংশকে বুঝায়, যা ওসীয়্যত অনুযায়ী আইনতঃ আদায় করা আবশ্যক।

'তশখীস' এর অর্থ নিয়মানুযায়ী সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ।

(ধারা নং-২ (ঙ)(চ (এ) পৃঃ ৫৯ ও ৬০)

২। "কোন মূসীর হিস্যায় জায়েদাদ (সম্পত্তির মূল্য) নির্ধারণ করার যাবতীয় পদক্ষেপ নিয়ম মোতাবেক সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রতিনিধি হিসেবে "নাযেম তশখীস জায়েদাদ" গ্রহণ করবেন।" (ধারা নং-৫০, পৃষ্ঠা নং-৭২ ঐ)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর ওসীয়্যত দপ্তর এ সম্পর্কীত কার্যাদি সম্পাদন করে আসছে। ওসীয়্যতের আবেদনপত্র গ্রহণ, পরীক্ষণ, প্রেরণ ইত্যাদি কাজ থেকে শুরু করে ওসীয়্যতকারীগণের হিসাব সংগ্রহ ও তা' রাবওয়াতে প্রেরণের দায়িত্ব নিয়ম মোতাবেক সম্পাদন করে আসছে। তা'ছাড়া ওসীয়্যতকারীগণের হিস্যায়ে জায়েদাদ নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী ও সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নির্দেশ মোতাবেক সম্পাদন করে আসছে। এ প্রসংগে ওসীয়্যতকারীর জানা আবশ্যক যে, তাঁর সম্পত্তির/সম্পদের হিসাব দাখিল করার প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব তাঁর নিজের ও তিনি যে জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট-সে

(অবশিষ্টাংশ ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পরিচালক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ফুল

(গুল)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

(সাত থেকে দশ বছর বয়সের ওয়াকফে নও বালক-বালিকাদের জন্যে তালীম তরবীয়তি পাঠ্যক্রম)

(সপ্তদশ কিস্তি)

হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহুতা'লা আনহু

এখনো আমি মক্কায় জন্ম নিয়েছেন এমন একজন সাহসী ব্যক্তির ঘটনা তোমাদেরকে শুনাচ্ছি যিনি বড় হয়ে মুসলমানদের দ্বিতীয় খলীফা হয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল উমর ফারুক (রাঃ)। তিনিও শৈশবে মক্কার অন্যান্য শিশুদের মত উট চড়াতেন। তিনি দ্রুতগামী ঘোড়া দৌড়াতে খুবই মজা পেতেন। ব্যায়াম করতে করতে তাঁর দেহ পাহলোয়ানদের মত অনেক শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল। আর তাঁর শক্তির ওপরে তাঁর এতটা আস্থা ছিল যে, তিনি অন্যকে তাঁর সাথে শক্তির লড়াইতে আহ্বান করতেন এবং হারিয়ে দিতেন। তিনি ভালভাবে বক্তৃতাও করতে পারতেন। মক্কায় একটি মেলা বসতো। এর নাম ছিল ওকাযের মেলা। এতে বিভিন্ন ধরনের দোকান বসতো। আর নানা প্রকার খেলাধূলার প্রতিযোগিতা হতো। হযরত উমর (রাঃ) যুবক হওয়ার পর থেকে সর্বদা এসব প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করতেন। কুস্তি ও বাহাদুরীতে তো অতি সহজেই তিনি জিতে যেতেন। লোকেরা তাঁকে ভয় করতে লাগলো। ভীষণ রাগী ও শক্তিশালী ব্যক্তিকে তো সবাই ভয় পায়। কখন না আবার উঠিয়ে আছাড় দেয়। তিনি বড় হয়ে ব্যবসা শুরু করেন। মক্কার আশে পাশের শহরে অনেক সময় কাফেলা যেত। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) অন্য দেশে যেতেন। এভাবে তিনি অতীব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা শিখেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালাম মক্কায় ইসলামের শিক্ষা প্রচার করেন তো লোকেরা তাঁর এবং তাঁর মানাকারীদের বিরুদ্ধে লেগে গেলো। আর তাঁদেরকে কষ্ট দিতে থাকলো। উমরের উত্তম আমোদ-প্রমোদের সুযোগ এসে গেলো। যার সম্বন্ধে শুনতেন যে, মুসলমান হয়ে গেছে। তাকে মারতে মারতে··· ··· ··বের করে দিতেন। তার ঘরে এক চাকরানী ছিলো তিনি তাকে এত মারতেন যে, যখন বেহুস হয়ে পড়তো তখন কিছু সময় দম নেবার জন্যে থামতেন; আবার মারা শুরু করতেন।

একদিন খানা কা'বায়ে সব সর্দাররা একত্রিত হলো এবং চিন্তা করতে লাগলো যে, মুসলমানদের এ নতুন ধর্মকে কীভাবে শেষ করে দেয়া যায়। উমর নির্ভয়ে তরবারী বের করলেন এবং বল্লেন, এটা কি দেখছো! এখন গিয়েই আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাজ শেষ করে দিচ্ছি। কাফেররা বল্লো, উমর! যদি তুমি এ কাজ করে দাও তাহলে তোমাকে একশ' উট ও চল্লিশ হাজার দেরহাম পুরস্কার দিবো। উমর রাগে গরগর করতে করতে খোলা তরবারী হাতে নিয়ে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খোঁজে এমনভাবে বের হলেন যেভাবে কোন বাঘ শিকারের জন্যে বের হয়। রাস্তায় নঈম বিন আব্দুল্লাহ্ নামে এক মুসলমান সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হলো। উমরকে রাগান্বিত দেখে তিনি বল্লেন, এত রাগ হয়েছে যে, আজ কার ওপরে চড়াও হবে। উমর বল্লেন, মুহাম্মদ (সাঃ) আরবে নতুন ধর্মের প্রবর্তন করে ফেৎনা-ফাসাদের সৃষ্টি করছে। তাকে শেষ করে এ ফেতনা-ফাসাদ শেষ করতে যাচ্ছি!

নঈম উমরকে এ অবস্থায় দেখে হেসে দিলেন এবং বল্লেন, "উমর, ফেতনা-ফাসাদ শেষ করতে যাও তো প্রথমে নিজের ঘরকে শামলাও। তোমার বোন ফাতেমা ও ভগ্নীপতি সাঈদ মুসলমান হয়ে গেছে।"

উমরের গায়ে তো আগুন লেগে গেলো। তখনই বোনের বাড়ী পৌঁছে গেলেন। এ সময়ে তার বোন ও ভগ্নীপতি হযরত খাব্বাব (রাঃ)-এর নিকট থেকে কুরআন পাকের আয়াত পড়ে পড়ে শুনছিলেন যা মাটির ভাঙ্গা পাত্রের মধ্যে লেখা ছিলো। সেকালে এখনকার দিনের মত কাগজ পাওয়া যেতো না। সেকালে মানুষ গাছের বাকলে, পশুর চামড়ায়, পাতলা কাঠের টুকরোয় অথবা মাটির ভাঙ্গা পাত্রের ওপরে লিখে নিতো। উমর যখন কুরআনের শব্দ শুনতে পেলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, ভিতরে কিছু একটা হচ্ছে। বাঘের মত গর্জে উঠে বল্লেন, দরজা খোল। হযরত খাব্বাব (রাঃ) পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। বোন দরজা খুললেন। দরজা খুলতেই উমর বোন ও ভগ্নীপতিকে এমন মার মারলেন যে, তাদের কাপড় চোপড় ছিঁড়ে গেলো। শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেলো। মারতে মারতে বলতেছিলেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করো। হযরত ফাতিমা (রাঃ) আস্তে আস্তে বল্লেন, হে উমর! যত পারো মেরে নাও আমরা এখন আর ইসলামকে পরিত্যাগ করতে পারি না।

উমর বোনের দিকে তাকালেন। স্থানে স্থানে রক্ত ঝরছিলো। কিন্তু নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বল্লেন, "বেশ তোমরা কি পড়ছিলে?" এভাবে নয়, আপনি প্রথমে গোসল করে পবিত্র হয়ে নিন। উমর গোসল করে আসলেন এবং কুরআন করীমের আয়াত পাঠ করলেন। তখন তার ওপরে যাদুর ন্যায় প্রভাব সৃষ্টি হলো। এ দিকে

উমরের ওপর যাদুর ক্রিয়া চলছিলো অন্যদিকে আঁ হযরত (সাঃ) আরকামের গৃহে দোয়া করছিলেন, "হে খোদা! দুই উমরের মধ্যে একজনকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।" খোদা তাঁর দোয়া শুনলেন। কিছুক্ষণ পরই দরজায় করাঘাত শুনতে পেলেন। সাহাবাগণ ছিদ্র পথে উঁকি দিয়ে উমরকে দেখতে পেলেন এবং ভয় পেয়ে গেলেন। আঁ হযরত (সাঃ) নিজে উঠেই দরজা খুল্লেন আর বল্লেন:

"উমর কেন এসেছো। কি তোমার ইচ্ছা? সারা জীবনটা কি যুদ্ধ করেই কাটিয়ে দেবে?

উমর মাথা নীচু করে জবাব দিলেন: "হুযূর! মুসলমান হওয়ার জন্যে এসেছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিন এবং আপনার পদ-প্রান্তে স্থান দিন"। আঁ-হুযূর (সাঃ) এতই আনন্দিত হলেন যে, তার মুখমণ্ডল চাঁদের ন্যায় চমকাতে লাগলো। তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহু আকবর' বল্লেন আর উমরকে কলেমা পাঠ করালেন। এখন হযরত উমর নিজের সব পাপ থেকে তওবা করলেন। তিনি বল্লেন, হুযূর যদি আমরা সত্যের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হই তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে কেন নামায পড়ছি? কা'বাগৃহে চলুন, দেখি কে বাধা দেয়? তিনি আগে আগে চল্লেন আর ঐ সময় পর্যন্ত চল্লিশ/বিয়াল্লিশ জন মুসলমান তাঁর পিছে পিছে কাবা' শরীফে প্রবেশ করলেন এবং খোদার শোকরিয়া আদায় করলেন।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পরে জন সমক্ষে নামায পড়ার সুযোগ পাওয়া গেল। তখন প্রশ্ন উঠলো যে, নামাযের জন্যে সকলকে কীভাবে একত্র করা যায়। সকলেই নিজ নিজ প্রস্তাব পেশ করলেন। হযরত উমর (রাঃ) নতুন কথা শুনাতে লাগলেন, আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে নামাযের জন্যে এভাবে আহ্বান করতে শুনেছি। তিনি আযানের বাক্যগুলো শুনালেন। আঁ হযরত (সাঃ) খুউব পসন্দ করলেন। সোনা মনি! আজ পর্যন্ত আযানের বাক্যগুলো তাই রয়েছে যা হযরত উমর (রাঃ) স্বপ্নে শুনেছিলেন। এ বাক্যগুলো হযরত বিলাল (রাঃ)-কে শিখানো হলো এবং আযান দেবার আদেশ দেয়া হলো।

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সামান্য সময়ের জন্যে বহু অস্থিরতার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। কোন লোক ঘোষণা করে দিলো যে, আঁ হুযূর (সাঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। শত্রুরা শুনতে পেয়ে খুবই উৎফুল্ল হলো। মুসলমানদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো। ইতোমধ্যে আঁ-হুযূর (সাঃ)-কে জীবিত ও নিরাপদ দেখা গেলো। তখন সকলে তাঁর চারিদিকে সমবেত হলো। শত্রুরা বল্লো, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সাঃ) আছে কি? হুযূর (সাঃ) জবাব দিতে নিষেধ করলেন। পুনরায় শত্রু চিৎকার করে বল্লো, তোমাদের মধ্যে আবুবকর আছে কি? হুযূর (সাঃ) পুনরায় চুপ থাকার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। আবার শত্রু বল্লো, তোমাদের মধ্যে উমর আছে কি? মুসলমানগণ নীরব থাকলেন। শত্রু মনে করলো যে, সব নাম করা মুসলমান মারা গেছে। খুশীতে সে ধ্বনি দিলো—আমাদের মূর্তি শ্রেষ্ঠ, এখন

হুযূর (সাঃ) আর সহ্য করতে পারলেন না। হযরত উমর (রাঃ) কে বল্লেন, জবাব দাও। এ সময়ে হযরত উমর (রাঃ)-এর আওয়াজ মুখরিত হলো—আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ চিরঞ্জীবী। শত্রু লজ্জিত হলো।

তাবুকের যুদ্ধে আঁ হুযূর (সাঃ)-এর টাকার প্রয়োজন দেখা দিলে হযরত উমর (রাঃ) তাঁর ধন-সম্পদের অর্ধেক নিয়ে এসে আঁ হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করে দিলেন।

হযরত উমর (রাঃ) আঁ হুযূর (সাঃ)-কে এতই ভালবাসতেন যে, যখন তিনি মারা গেলেন তখন হযরত উমর (রাঃ)-এর মত বুদ্ধিমান লোক বলতে শুরু করলেন যে, যে কেউ বলবে যে, আঁ হুযূর (সাঃ) মারা গেছেন, আমি তাকে হত্যা করবো। হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁকে বুঝালেন। তিনি তখন বুঝতে পারলেন যে, আঁ হুযূর (সাঃ) খোদার সন্নিধানে পৌঁছে গেছেন। পুনরায় প্রশ্ন দেখা দিলো যে, আঁ হুযূর (সাঃ)-এর প্রতিনিধি (খলীফা)-কে হবেন। মতবিরোধের আশংকা দেখা দিলে হযরত উমর (রাঃ) বল্লেন :

"এ বিরোধকে পরিত্যাগ করো। আবুবকর (রাঃ) আপনি হাত বাড়ান আমি আপনার হাতে বয়াত (আনুগত্য স্বীকার করা) করছি। পরে সকল মুসলমান হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর হাতে বয়াত করলেন।"

যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) মারা গেলেন তখন হযরত উমর (রাঃ) খলীফা হলেন। মুসলমানগণ একজন অতি ন্যায়পরায়ণ ও পুণ্যবান খলীফা লাভ করলেন। তিনি অন্যায়কে সহ্য করতেন না। সবাই তাঁকে ভয় করতো। তিনি বহু দেশ জয় করেন। গরীব ও বিধবাদের সাহায্য করতেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। হযরত উমর (রাঃ) অনেক সাদা-সিদা জীবন যাপন করতেন এবং সাদা-সিদা জীবন যাপন করা পসন্দ করতেন। তিনি দশ বছর যাবৎ খলীফার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়। তাঁর শহীদ হওয়ার ঘটনাটি শুন।

ঘটনাটা এরূপ। ফিরোজ আবু লু'লু' নামক গোলাম তার মালিকের নামে হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট নালিশ করলো। তিনি মালিকের পক্ষে রায় দিলেন। আবু লু'লু' পরের দিন আসলো। হযরত উমর (রাঃ) নামায পড়ছিলেন। সে হযরত উমর (রাঃ)-এর ওপর হামলা করে তাঁকে জখম করলো। এ জখমের কারণে তিনি তিন দিন পর শহীদ হয়ে গেলেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।)

আব্বু! যখন বড় হবে তখন তুমি হযরত উমর (রাঃ) সম্বন্ধে অনেক বই পড়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে যে, তিনি মুসলমানদের কত বড় বিস্তীর্ণ এলাকার খলীফা ছিলেন আর খোদাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে কীরূপ সুযোগ-সন্ধানী ছিলেন!

একবার এমন হোল যে, মক্কায় কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। বর্ষা না হওয়ার কারণে ফসল ভাল হয়নি। ফসল ভাল না হওয়ার কারণে পশুদের খাদ্যেরও অভাব দেখা দিলো। তারা কৃশকায় হতে লাগলো। হযরত উমর (রাঃ) লোকদের অভাব-অনটন দেখতে পারতেন না।

সারা রাত কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন আর অন্যান্য মুসলিম দেশের গভর্ণরদের নিকট পত্র লিখতেন যে, সাহায্য করো! সাহায্য করো! সাহায্য করো! যখন শস্যের বছর আসতো তখন তিনি নিজ তদারকীতে তা বন্টন করাতেন। মদীনার এক স্থানে তিনি লংগর খানার ব্যবস্থা করেন। একই স্থানে খাবার পাক করা হতো আর একই স্থানে বসে খাওয়া হতো। একেকবারে প্রায় ৭ হাজার পুরুষ খাবার খেতে পারতো এবং ৫০ হাজার মহিলা ও শিশুদের জন্যে ঘরে খাবার পাঠানো হতো। সবাই যা খেত হযরত উমর (রাঃ)ও সেই খাবারই খেতেন।

এক ব্যক্তি একদিন হযরত উমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো; "আপনিতো বড়ই স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী ও ফর্সা ছিলেন এরূপ কালো হয়ে গেলেন কীভাবে। তখন তিনি জবাব দিলেন, "আরবের এক ব্যক্তি ঘি আর মাংস খাচ্ছিলো। দুর্ভিক্ষের কারণে সব পরিত্যক্ত হলো। এজন্যে গায়ের রং ও স্বাস্থ্যের ওপরে প্রভাব পড়লো।" দুর্ভিক্ষ বহু দীর্ঘ হয়ে গেলো। তিনি সমগ্র এলাকায় সংবাদ দিলেন যে, সব লোক শহর থেকে বের হয়ে দোয়া করুক এবং নামায পড়ুক। সবাই এরূপ করলো। হযরত উমর (রাঃ) এতই কেঁদে কেঁদে দোয়া করলেন যে, দাড়ী ভিজে গেলো। নামাযের অব্যবহিত পরই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো আর দুর্ভিক্ষ শেষ হলো।

হযরত উমর (রাঃ) নিঃসহায় লোকদের নিকটে স্বয়ং গিয়ে তাদের সাহায্য করতেন। কোন কোন ঘরে নিজে মালামাল পৌঁছে দিতেন। রাত্রে উঠে শহরে টহল দিতেন। যেখানে কোন অভাবী লোককে পেতেন সাহায্য করতেন। তিনি সবচে' বেশী রাগ হতেন তখন যখন কেউ কারও ওপরে অত্যাচার করতো। অত্যাচারীকে কঠোর শাস্তি দিতেন তিনি। নিজের আত্মীয়-স্বজন, বড় কর্মকর্তা এমনকি গভর্ণরদেরকেও রেহাই দিতেন না। হযরত উমর (রাঃ) ন্যায়-বিচারকে পসন্দ করতেন। তাঁর জীবনে এরূপ অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যা পাঠ করে বিস্মিত হতে হয়। তোমরা হযরত উমর (রাঃ) সম্বন্ধে পুস্তকাদি পড়াশুনা করে দেখবে, কেমন!

(৩৪ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

জামাতের। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারী ওসীয়্যত সম্পত্তির বর্তমান মূল্য যাচাই ও প্রত্যয়নের জন্য হিস্যায়ে জায়েদাদ বিষয়টি নিয়ম মোতাবেক ন্যাশনাল মজলিসে আমেলায় উপস্থাপন করে থাকেন। বিষয়টি ন্যাশনাল মজলিসে আমেলায় যথাযথ পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি হিস্যায়ে জায়েদাদ চূড়ান্ত করণের নিমিত্তে নাযেম, তশখীস জায়েদাদের বরাবরে প্রেরিত হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরী লাভ করার পর তা' ওসীয়্যকারীর দেয় বলে বিবেচিত হয়।

তবুও বাংলাদেশের ওসীয়্যতকারী ভাই-বোন (বিশেষ করে ষাটোর্ধ্ব বয়স)-দের কাছে এ অধমের পরামর্শ-নিজেদের জীবদ্দশায় নিজেদের হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করার ব্যবস্থা নিন।

সংবাদ

পদখালি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর অধীন নিম্নলিখিত পদসমূহে বাংলাদেশী আহমদীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। দরখাস্তকারীকে আগামী ১৫ই নভেম্বর '৯৬ এর মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্তের সাথে জীবন বৃত্তান্ত, সার্টিফিকেটসমূহের সত্যায়িত কপি ও স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্টের প্রশংসা পত্র গ্রথিত থাকতে হবে :

(১) অফিস সহকারী : নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ, এস, সি বা সমমানের পরীক্ষা পাশ। বাংলা ইংরেজী টাইপ জানা ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(২) খাদেম : নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাশ।

উভয় ক্ষেত্রে সাক্ষাতের ভিত্তিতে বেতন নির্ধারিত হবে। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত লোকদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

১৯৯৬ সালে ১১তম তালীমুল কুরআন ক্লাস, ১৯তম বার্ষিক ইজতেমা ও ১৯তম মজলিসে শূরা প্রসঙ্গে :

১। ১১তম বার্ষিক তালীমুল কুরআন ক্লাস : ১লা নভেম্বর রোজ শুক্রবার হতে ৭ই নভেম্বর, ১৯৯৬ইং বৃহস্পতিবার পর্যন্ত।

২। ১৯তম বার্ষিক ইজতেমা : ৮ ও ৯ই নভেম্বর, ১৯৯৬ইং রোজ শুক্র ও শনিবার।

৩। ১৯তম মজলিসে শূরা : ১০ই নভেম্বর, ১৯৯৬ইং রোজ রবিবার।

আসন্ন শূরায় বিভাগীয় নাযেম ও স্থানীয় যয়ীম আলা/যয়ীমগণ অবশ্যই যোগদান করবেন। এছাড়া প্রতি ২০ জনে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে শূরাতে পাঠাবেন। যে মজলিসে সদস্য সংখ্যা ২০ এর কম সেখানে একজনকে নির্বাচন করে পাঠাবেন। যয়ীমে আলা/যয়ীমগণ শূরায় অবশ্যই যোগদান করবেন। অপারগতায় সদর সাহেবের অনুমতি নিয়ে তার স্থলে অন্য কোন আনসার সাহেবকে নির্বাচন করে পাঠাতে হবে।

সকল স্থানীয় মজলিসের যয়ীমে আলা/যয়ীমদের জানানো যাচ্ছে যে, মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে প্রস্তাব/পরামর্শ আগামী ১৫ই অক্টোবর, '৯৬ইং তারিখের

মধ্যে খাকসারের নিকট পাঠাতে অনুরোধ করছি। এরপর কোন প্রস্তাব পাঠালে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আপনাদেরকে বিশেষভাবে জানানো যাচ্ছে যে, ৩/৪ বছরের মধ্যে যে সকল ভ্রাতা বয়াত গ্রহণ করেছেন তাদেরকে বেশী বেশী করে এই তালীমুল কুরআন ক্লাস ও ইজতেমায় পাঠাতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, সেক্রেটারী
ক্লাস, ইজতেমা ও শূরা কমিটি '৯৬

আনসারুল্লাহর ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে নিম্নলিখিত আনসারুল্লাহ্‌র মজলিসগুলিতে আনসারুল্লাহ্‌-এর বার্ষিক ইজতেমা '৯৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে :

মজলিসে আনসারুল্লাহ ঘাটুরাতে ২০/৯/৯৬ইং শুক্রবার দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মজলিসে আনসারুল্লাহ ক্রোড়াতে ২১/৯/৯৬ইং শনিবার দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মজলিসে আনসারুল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে ২৬/৯/৯৬ইং বৃহস্পতিবার ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নাসিরাবাদ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা গত ২১/৯/৯৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৬/৯/৯৬ইং তারিখে খুলনা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা সুসম্পন্ন হয়েছে।

৬ ও ৭ই অক্টোবর '৯৬ তারিখে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ সুন্দরবনের ১৪তম বার্ষিক ইজতেমা সুস্পন্ন হয়েছে।

আতফাল দিবস পালন

গত ৪/১০/৯৬ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার সকল ৮ ঘটিকার সময় মিরপুর মজলিসে আতফালুল আহমদীয়ার ১ম আতফাল দিবস পালিত হয়।

দোয়ার এলান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আমাকে নারায়ণগঞ্জ জেলার জজ আদালতে অতিরিক্ত সরকারী উকিল, এ, জি, পি নিয়োগ করেছেন। যেহেতু গত বছর আমার করোনারী বাইপাস অপারেশন হয় সেহেতু শারীরিক দিক দিয়ে সুস্থ থাকার জন্য এবং আমি যাতে এই দায়িত্ব পালন করতে পারি সেজন্যে জামা'তের সকল ভাই-বোনের কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি।

তাইজউদ্দিন আহমদ, এডভোকেট
সেক্রেটারী তবলীগ,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ

লণ্ডন শহরের প্রথম মসজিদ

—আহমদ তৌফিক চৌধুরী

ত্রিত্ববাদের প্রধান কেন্দ্র বিলাতের রাজধানী লণ্ডনের বুকে প্রথম মসজিদ স্থাপিত হয় ১৯২৪ সালে। পাটনী (সাউথ ফিল্ড) এলাকায় ছায়া ঘেরা শান্ত-স্নিগ্ধ আবাসিক এলাকায় এই মসজিদ অধিষ্ঠিত। মসজিদের দুই দিকে রয়েছে দু'টি আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলওয়ে ষ্টেশন। ষ্টেশন দু'টি থেকে মসজিদের দূরত্ব অতি অল্প। পায়ে হাঁটা পথ। লণ্ডনের যেকোন স্থান থেকে অতি সহজেই মসজিদে আসা যায়। এই মসজিদ থেকেই কুফরীর কেন্দ্রভূমি ত্রিত্ববাদের মজবুত ঘাঁটি লণ্ডনের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল তৌহীদের মুক্ত উচ্চারণ আযান ধ্বনি।

১৯২০ সালের ৬ই জানুয়ারী হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বিলাতে মসজিদ নির্মাণের জন্য ৯৫ হাজার টাকার একটি স্কীম হাতে নেন। উল্লেখ্য যে, আহমদী জামাতের মহিলারাই এই ফাণ্ডে ৮৩ হাজার টাকা চাঁদা প্রদান করেন। মহিলারা নিজের অঙ্গ থেকে তাদের প্রিয় স্বর্ণালঙ্কার খুলে খুলে আল্লাহ্‌র ঘরের জন্য জমা দিতে থাকেন। লণ্ডনে নিয়োজিত মোবাল্লেগ চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়াল সাহেব মসজিদের জন্য এক একর জায়গা খরিদ করেন। ১৯শে অক্টোবর, ১৯২৪ সালে বিকাল ৪ ঘটিকায় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁর পবিত্র হস্তে এর শীলান্যোষ করেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ সালে ইমারত নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ৩রা অক্টোবর, ১৯২৬ সালে মসজিদের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন কালে ৬০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। মৌলানা আব্দুর রহীম দর্দ এই মসজিদের প্রথম ইমাম নিযুক্ত হন। মসজিদের প্রথম মোয়ায্‌যিন হলেন, বিলাল ডেভিড হাউকার নাট্রাল। খাস ইংরেজ সন্তান (শ্বেত-পাখী)-এর কণ্ঠেই সর্ব প্রথম ধ্বনিত হয়—'আল্লাহু আকবার'। এই মসজিদের স্থপতির নাম মিঃ অলিফ্যাণ্ট। কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর নাম থমাস মাউসন এণ্ড সন্স। মসজিদের নামকরণ করা হয়—'মসজিদে ফযল'। মসজিদের কপালে খচিত রয়েছে—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌'। মদীনার মসজিদে নব্‌বীর অনুকরণে এই মসজিদটির গম্বুজটিও সবুজ বর্ণের।

বর্তমানে জামাতের প্রয়োজনের তুলনায় এই মসজিদটি খুবই ছোট হয়ে গিয়েছে। ১৯৮৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে হিজরত করার পর নামাযীর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদে নামাযীদের স্থান সংকুলান হয় না। পার্শ্ববর্তী মাহমুদ হল এমনকি রাস্তায়ও জুমুআর নামায পড়তে হয়। শীত বৃষ্টি উপেক্ষা করে অগণিত

মানুষ এখানে হুযূরের পেছনে নামায পড়তে আসেন। দূর দূর থেকে লোকেরা জুমুআ পড়তে আসেন বিধায় মসজিদের পক্ষ থেকে দুপুরের খানা পরিবেশন করা হয়। অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৯৫ সালের রমযান মাসে নূতন মসজিদের জায়গা সন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন এবং নিজের পক্ষথেকে ৫০ হাজার পাউণ্ড চাঁদা প্রদানের ওয়াদা করেন। মসজিদ কমিটি বিশাল লণ্ডন শহরে তন্ন তন্ন করে জায়গার সন্ধান করতে থাকেন। কিন্তু কোথাও যোগ্য জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও বা পাওয়া যায় তার দাম আকাশচুম্বী, জামাতের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। হঠাৎ একটি জায়গার সন্ধান পাওয়া গেল। লোয়ার মরডেন এলাকার এ ২৪ রোড এ ৫ একর ১৯ শতাংশের এইটা প্লট, যেখানে একটি ডেইরী মিল্ক ডিপো ছিল। পাঁচ বৎসর যাবৎ এই দুগ্ধ কারখানাটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। কোম্পানী এটি বিক্রি করতে চায় কিন্তু খরিদ্দার নেই। জামাত এই সুযোগকে আর হাত ছাড়া করল না। হুযূরের (আইঃ) নির্দেশে পঁচিশ লক্ষ পাউণ্ডে জায়গাটি খরিদ করে নিল। চারদিকে বেষ্টনী সমেত ঐ স্থানটিতে ৮৪,৪০০ স্কোয়ার ফিট নির্মিত ইমারত রয়েছে। যা জামাতের বিভিন্ন অফিস এবং হলের কাজে লাগবে। ইতোমধ্যেই মসজিদের নক্শা তৈরী হয়ে গেছে। যার অভ্যন্তরে ২০০০ নামাযী এক সঙ্গে নামায পড়তে পারবে। মসজিদের গেইটের পাশেই মরডেন সাউথ রেলওয়ে ষ্টেশন। ইউরোপের যে কোন স্থান থেকে লোকেরা অতি সহজে এই কেন্দ্রে আসা যাওয়া করতে পারবে। এছাড়া অতি নিকটে রয়েছে সাব-ওয়ে ষ্টেশন। যে স্থানটিতে জাগতিক দুগ্ধ বাজারজাত করা হত আজ সেখান থেকে প্রবাহিত হচ্ছে আধ্যাত্মিক দুগ্ধের অমৃত ধারা। বর্তমানে ইব্রাহীম নুনান নামে একজন আইরীশ আহমদী এবং একজন জার্মান ও দু'জন আফ্রিকান ভল্যান্টিয়ার এর দেখা শোনা করছেন। ২রা মে, ১৯৯৬ মাগরিব এবং এশা নামাযের মাধ্যমে এই নূতন স্থানে অস্থায়ী মসজিদের উদ্বোধন করা হয়। যে বিল্ডিংটিতে বর্তমানে নামায পড়া হচ্ছে সেটি পূর্ব থেকে কিবলারুখী করে নির্মিত।

১লা আগষ্ট, ১৯৯৬ বিকাল বেলা নূতন মসজিদের জায়গাটি দেখতে গেলাম। সেখানে মাগরিব এবং এশার নামায পড়লাম। আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ কল্যাণের এই নিদর্শন দেখে মন ও প্রাণ আল্লাহ্‌র দরবারে সেজদা প্রণত হল। আল্লাহ্‌র প্রশংসায় জবান চঞ্চল হয়ে ওঠল।

ইউ, কে, এর আমীর সাহেব বল্লেন, ইনশাআল্লাহ্ আমরা দুই বৎসরের মধ্যেই মসজিদ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করবো। মনে মনে নিয়্যত করলাম যদি ঐ দুই বৎসর আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে জীবিত রাখেন তাহলে ইনশআল্লাহ্ এই মসজিদ উদ্বোধনকালে আসবো। কিন্তু আজ অতীব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ইউ কে,-এর আমীর সাহেব যিনি আমাকে এই সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন তিনি আজ পৃথিবীতে নেই। ২রা অক্টোবর এম, টি, এ, থেকে এই বেদনাদায়ক খবর ভেসে আসল যে, ইউ, কে,-এর আমীর আর ইহজগতে নেই। ২৫শে জুলাই থেকে ৯ই আগষ্ট পর্যন্ত যার সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন দেখা হয়েছে, হুযূরের দেয়া ভোজসভায় যার পাশে বসে আহার গ্রহণ করেছি সেই শ্রদ্ধেয় বন্ধু জনাব আফতাব আহমদ খান আজ এই জগৎ ছেড়ে তার প্রভূ আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হয়ে গেছেন।

মসজিদের বিনিময়ে আল্লাহ্ হয়তো তার জন্য নির্মাণ করেছেন জান্নাতুল ফেরদৌসে কোন শান্তিনিকেতন, দারুস সালাম। অত্যন্ত যোগ্য এবং কর্মঠ ব্যক্তি ছিলেন ইউ, কে,-এর মরহুম আমীর সাহেব। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের একজন্য সুযোগ্য রাষ্ট্রদূত। এবার সফরকালে তিনি আমার সঙ্গে আমাদের বর্তমান স্পীকার সম্বন্ধে আলাপ করেছেন। বলেছেন, 'আপনাদের স্পীকার এককালে আমার অধীনেও কাজ করেছেন। তাঁর আমন্ত্রণে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে মন্ত্রী, এম, পি,রা ইংল্যাণ্ড জলসায় যোগদান করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখতেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ইংল্যাণ্ডের জামাত বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্মৃতিকে সমুন্নত রেখে ইংল্যাণ্ডের আহমদীরা আরও বহুদূর এগিয়ে যাবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। লণ্ডনে নূতন মসজিদ নির্মিত হবে। অগণিত মানুষ এই নূতন মসজিদে নামায পড়তে আসবে। আল্লাহ্‌র জয়গানে মুখরিত হবে লণ্ডনের এই বিশাল মসজিদ। আমীর সাহেব বলেছিলেন, এই মসজিদ হবে ইংল্যাণ্ডের জমিনে সর্ববৃহৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতগাহ্।

হায়! নূতন মসজিদের জায়গা প্রস্তুত হয়ে আছে, নূতন মসজিদের ইমারতের নক্শা তৈরী হয়ে গেছে। একদিন এই মসজিদের কাজ সমাপ্ত হবে, এর উদ্বোধন হবে, লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে, এই স্থানটি আল্লাহ্‌র প্রশংসায় আকাশ-বাতাশ মুখরিত হবে। কিন্তু যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে এই আয়োজন তিনি থাকবেন না। তিনি হয়ত জান্নাতুল ফেরদৌসে নেয়ামত ভোগ করবেন তখন। আর এই হবে তার কর্মের যোগ্য পুরস্কার।

(পত্র-পত্রিকার অবশিষ্টাংশ)

সরিষাবাড়ীতে আহমদীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষকের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর

জামালপুর প্রতিনিধি : গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জেলার শরিষাবাড়ী থানা সদরে আহমদীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এক নিরীহ ব্যক্তির বাড়ীতে লুটতরাজ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

সরিষাবাড়ী আলীয়া মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা ওয়ায়েজুল্লাহ সম্প্রতি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যভুক্ত হন। আহমদী হওয়ার প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধবাদী মওলানারা তাকে কাফের আখ্যায়িত করে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দেয়। তাকে অবিলম্বে স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অব্যাহতি নেওয়ার জন্যও তারা চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।

গত ৬ অক্টোবর গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতকারীরা তার বাসায় চড়াও হয়ে প্রাণনাশের চেষ্টা চালিয়ে ব্যার্থ হওয়ার পর তারা কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য শাসিয়ে যায়। পুলিশ এ ঘটনার সংবাদ পেয়ে মাওলানা ওয়ায়েজুল্লাহকে নিরাপত্তার জন্য থানায় নিয়ে আসে। তিনদিন থানায় অবস্থানকালীন সময় তার বাসায় কয়েক দফা ককটেল বিষ্ফোরণ ঘটানো হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বিরুদ্ধবাদী কতিপয় মাওলানার উস্কানিতে তার বাসায় প্রকাশ্য দিবালোকে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও মালামাল লুটতরাজ করা হয়। তার স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। মাওলানা ওয়ায়েজুল্লাহ ভয়ে অন্যত্র অবস্থান করছেন। পুলিশ এ ঘটনায় কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। (১১/১০/৯৬ তারিখের ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

মাহমুদ হল, লণ্ডনে এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে হুজুরের (আইঃ) সঙ্গে মুহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। হুজুর (আইঃ) বাংলাদেশের উপর তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। হুজুর (আইঃ) ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে একটি কলম উপহার প্রদান করেন।

হুজুর (আইঃ)-এর দেয়া ভোজ সভায় ইন্দোনেশীয়া, জার্মানী এবং বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর সাহেবান।

নাইজেরীয়ার আমীর সাহেব এবং অন্যান্য বিশিষ্ট আহমদীদের সঙ্গে বাংলাদেশের মুহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

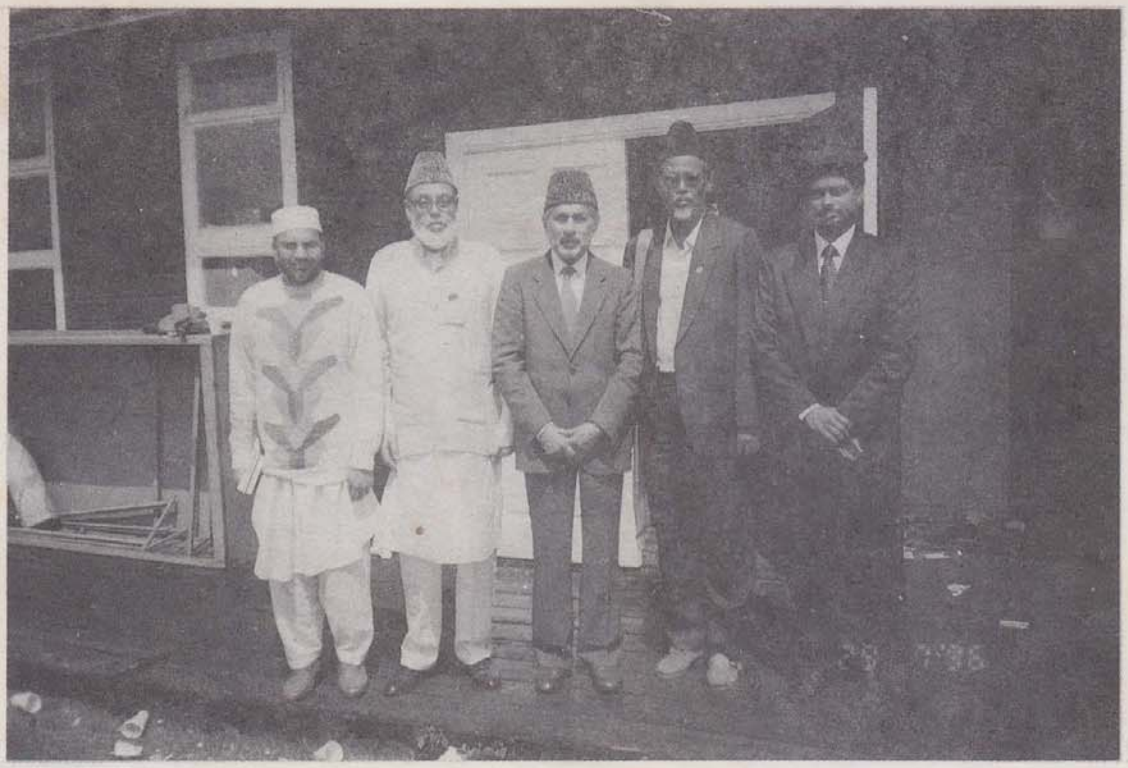

ইউ, কে,-এর আমীর সাহেবের সঙ্গে বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর এবং অন্যান্য বাংগালী আহমদীরা

আসহাবে কাহাফের পাতা

আব্দুর রকীব

প্রশ্ন: ইসলাম চুরির অপরাধে হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছে। এই শাস্তি কি লঘু পাপে গুরুদণ্ড নয়?

উত্তর: ইসলাম লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেয় না। পবিত্র কুরআন বলে, জাযাউ সাইয়্যেআতিন সাইয়্যাতুম্ মিসলুহা (শূরা: ৪১)। অপরাধ অনুপাতে শাস্তি দিবে। ক্ষমা কল্যাণকর হলে ক্ষমা করে দেয়াই উত্তম।

১৮৬০ সালের ৪৫ নম্বর দণ্ডবিধিতে পাঁচটি ধারা রয়েছে। ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০. ৩৮১ এবং ৩৮২ ধারা। চুরির জন্য তাতে সর্বোচ্চ দশ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম জেল এবং অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। জেল মানুষকে সংশোধন করে না বরং অনেক ক্ষেত্রে আরো বেশী অপরাধ-প্রবণ করে দেয়। দেখা গেছে কোন এক খেঁকি চোর জেলখানা থেকে বেড়িয়ে এসে বড় চোর, এমন কি ডাকাতে পরিণত হয়ে যায়। প্রাচীন হিন্দু ধর্মে চুরির শাস্তি ছিল জলে ডুবিয়ে মৃত্যুদণ্ড (মনুসংহিতা)। ইহুদীরা চোরকে শূলে দিয়ে হত্যা করত (যীশুর সঙ্গে দু'জন চোরকেও শূলে দেয়া হয়েছিল—নূতন নিয়ম দেখুন)। মনুর বিধানে তীক্ষ্ণধার ক্ষুর দিয়ে চোরকে টুকরা টুকরা করারও বিধান আছে (৯/২৯২)। বৌদ্ধ ধর্মেও চুরির শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড (জাতক, ২য় খণ্ড, ২ পৃঃ)। শতবর্ষ আগেও ইংল্যাণ্ডে চোরের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। প্রাচীন রোমে Tarpeian Rock থেকে ফেলে দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত। সেই তুলনায় হাত কাটা তো অতি সামান্য শাস্তি।

পবিত্র কুরআন বলে,— ফাকতা'উ আইদিয়াহুমা জাযাআম্ বিমা কাসাবা নাকালাম্ মিনাল্লাহে (মায়েদা, ৩৯ আয়াত)। অর্থাৎ আল্লাহুর তরফ হতে চোরের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হল হাত কেটে দেয়া। উল্লেখ্য যে, হাত কাটার অর্থ-- দেহ থেকে হাত বিচ্ছিন্ন করা, শক্তি বা ক্ষমতা রহিত করা ইত্যাদি। বিচারক চুরির প্রকার ভেদ অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। সকল প্রকার চুরির জন্য হাত কাটার বিধান নয় (আবু দাউদ)। কোন কোন চোরকে হাত না কেটে তাকে এই অপকর্ম থেকে বিরত রাখা যাবে না। এই শাস্তির ফলে কোন কোন দেশে চোরই নেই। দোকান খোলা রেখে মানুষ নামাযে যায়। আমি নিজেও দেখেছি। অনেক চোর আছে যারা পেটের জন্য নয় অভ্যাসবশতঃ চুরি করে। এদেরকে অন্য কোন শাস্তি দিয়ে বিরত রাখা যাবে না।

কয়েক দিন আগে ইউরোপ থেকে এক জন মেহমান এসেছিলেন। তার মূল্যবান ক্যামেরাটি চুরি হয়ে যায়। এর ফলে সমগ্র জাতির নাক কাটা যায়। যারা অপকর্ম দ্বারা সমগ্র জাতির নাক কেটে দিল তাদের হাত কাটলে কি খুব বেশী কঠিন শাস্তি হত? মোটেই না। কিন্তু দুঃখের বিষয় চোরকে হাতে হাতে না ধরলে তাকে শাস্তি দেয়া তো দূরের কথা চোরও বলা যায় না। কারণ কথায় বলে, চোরের মার বড় গলা। তবে এরা দুনিয়াকে ফাঁকি দিলেও আল্লাহুর গযব থেকে রক্ষা পাবে না।

(৪৭ পাতার অবশিষ্টাংশ)

মাহমুদ আহমদ (রাঃ) আল্লাহ্‌তা'লার ইঙ্গিতে তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেন। তাঁর এ ঐতিহাসিক ঐশী-ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার ফযল ও আশিস এমনভাবে বর্ষিত হলো যে, বিরুদ্ধবাদীদের সকল প্রকার কুচক্রান্ত ও লম্ফ-ঝম্প ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। আল্লাহ্‌তা'লা আহমদীয়া জামাতকে অচিন্তনীয়ভাবে বিস্তার দান করলেন। এ তাহরীকে জাদীদের পথ ধরেই জামাত আজ একশ' বায়ান্ন দেশে ছেয়ে গেছে আর মানুষের মাঝে ইসলাম ও শান্তির অমিয় ধারা বিতরণ করছে। আজ এ কথা বল্লে অত্যুক্তি হবে না যে, আহমদীয়া বিশ্বে সূর্য অস্ত যায় না।

তাহরীকে জাদীদের এ সফলতার পিছনে তাহরীক জাদীদের মোজাহেদগণের ভূমিকা-কেও স্মরণ না করে পারা যায় না। এ ঘোষণার দাবীগুলোর প্রতি 'লাব্বায়েক' বলে তারা সমর্থন দিয়েছিলেন এবং সর্ব প্রকার কুরবানী পেশ করেছিলেন—আর্থিকভাবেও এবং নৈতিক-ভাবেও। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আঃ) আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে তাহরীকে জাদীদের নব বর্ষের ঘোষণা করবেন এবং বিগত বছরের প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান পেশ করবেন। এ পরিসংখ্যানে যাতে বাংলাদেশ জামাতও কিছু ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্যে আপনার আমার দায়িত্ব যে কত বিরাট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের প্রত্যেকেরই তাহরীকে জাদীদের মত এমন মহান ঐশী আন্দোলনে যোগদান করা থেকে বাদ পড়া কোনক্রমেই উচিত নয় বরং সামর্থ্যানুযায়ী আর্থিক ও অন্যান্য কুরবানী পেশ করা উচিত। যারা ওয়াদা করেছেন তারা অবশ্যই মাস শেষ হওয়ার পূর্বে ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায় করে দিবেন। যারা ২৫শে অক্টোবরের মধ্যে পূর্ণ ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায় করে দিবেন তাদের নাম দোয়ার জন্যে হুযূর (আইঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হবে। যাদের কোন আয় নেই এমন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কমপক্ষে বছরে ২৪ টাকা হারে চাঁদা দিয়ে ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে কার্পণ্য করা উচিত নয়। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে তৌফীক দান করুন।

শোক সংবাদ

আমার পিতা মোহাঃ যুবরাজ মিয়া, যিনি আঃ, মুঃ, জাঃ মাহিগঞ্জ-এর তালীম তরবীয়ত সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে গত শনিবার দিবাগত রাত ১-৩০ মিনিট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, (ইন্নালিল্লাহে .... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর, তিনি ৪ ছেলে ৪ মেয়ে, স্ত্রী এবং সহোদর দুই ভাই ও তিন বোন সহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

আমি আমার পিতার রূহের মাগফেরাতের জন্য এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলে যেন সাব্‌রে জামিল অবলম্বন করতে পারেন সে জন্য জমাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোঃ লিটন মিয়া
মাহিগঞ্জ, রংপুর

সম্পাদকীয়

উযকুরূ মাওতাকুম বিল খায়রে—তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে উত্তমভাবে স্মরণ করো।

—আল্‌ হাদীস

ইসলামের একজন দূত চিরবিদায় নিলেন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল আমীর জনাব আফতাব আহমদ খান গত ১-১০-৯৬ তারিখ রোজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার সময় তাঁর লণ্ডনস্থ বাস ভবনে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে····· রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর বিধবা স্ত্রী ২ কন্যা ও ১ পুত্র রেখে গেছেন।

আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর দারাজাতের বুলন্দী দান করুন এবং তাঁর পরিবারের সকলকে দান করুন সাব্‌রে জামিল। মরহুমের মৃত্যুতে জামা'তে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় করুণায় তা যেন পূরণ করেন আমরা এই দোয়াই করি তাঁর দরবারে।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত মরহুম ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোক ছিলেন। ১৯৪৮ সনে তিনি পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগদান করে দেশের বহু খেদমত করেন। তিনি তাঁর দেশের পক্ষ থেকে কয়েকটি দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে খেদমত করেছেন। দেশের পক্ষে তিনি জাতিসংঘেও বেশ অবদান রাখেন। গত এক দশকেরও অধিক সময় ধরে তিনি যুক্তরাজ্য জামা'তের আমীর হিসেবে সেবা দান করেছেন। তাঁর পরিকল্পনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে জামা'ত মরডেনে একটি স্থান বেছে নিয়েছে যেখানে যুক্তরাজ্যর সর্ববৃহৎ মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মিত হবে। এতে একত্রে ২ হাজার মুসল্লী নামায পড়তে পারবেন।

মরহুম ছিলেন সরল—সাদাসিদে, নেক স্বভাব বিশিষ্ট, অকপট ও অক্লান্ত পরিশ্রমী। তিনি একজন উত্তম প্রশাসকও ছিলেন। তিনি ছিলেন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ যোগ্য।

তাহরীকে জাদীদ

সত্যের জ্যোতিকে নির্বাপিত করার জন্যে যুগে যুগে অপশক্তির কালো থাবা যেমন দিকে দিকে বিস্তার লাভ করে থাকে তেমনি সেই কালো হাতকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর যুগ-পুরুষদের মাধ্যমে নব নব পরিকল্পনার ঘোষণা দান করে থাকেন। তাহরীকে জাদীদ বা নতুন ঘোষণাও এর অন্যতম। ১৯৩৪ সনে পাঞ্জাবের আহরারী আন্দোলন আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে ধ্বংস ও বিনাশ করার জন্যে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন

(অবশিষ্টাংশ ৪৬ পাতায় দেখুন)

7th Issue 15th October, 1996

Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا اله الا الله محمد رسول الله

MUSLIM Tv AHMADIYYA

INTERNATIONAL

দিবারাত্র প্রচাররত একমাত্র মুসলিম টেলিভিশন (MTA)

মুসলিম টেলিভিশন আহ্‌মদীয়া পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচার করে চলেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা এবং যুগ-খলীফার খুতবা সরাসরি প্রচার করে থাকে। ডিশের বর্তমান অবস্থান ৫৭° ডিগ্রী ইষ্ট (East) এবং ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সি ১০৯০ ও ৯৭৫-এর মধ্যে। অডিও ফ্রিকোয়েন্সি ৬.৫০তে অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। বাংলায় অনুষ্ঠান শুনতে পারেন ৭.৩৮-৪০ বা ৪২ মেগাহার্টসে।

আপনিও খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা বাংলাদেশ সময় শীতকালে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে এবং গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ৬.০০ মিনিটে শুনতে পারেন।

আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272